৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৩ আষাঢ় – ৯ আষাঢ়, ১৪২৯ ঃ ১৮ জুন – ২৪ জুন, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 34, 18 June - 24 June, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে কর্মরত

পুলিশ কর্মী ছোড়ুপ লেপচা হঠাৎই ভরদুপুরে তার কাছে থাকা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেন। প্রাণ যায় বাইকে আগত এক তরুণীর। আহত হয় পথ চলতি অনেকে। পরে নিজের উপর গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি।

রবিবার : ধর্মের নামে গুন্ডামি চলছেই। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন,

পুলিশ অফিসারদের বদলির পরেও অশান্ত হাওড়া। পাঁচলায় পুলিশ, র‍্যাফ কাউকেই তোয়াক্কা না করে চলল ইঁটবৃষ্টি, অবরোধ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। প্রশাসনের উপর ভরসা না করে এলাকা ছাড়েন বেশ কয়েকটি পরিবার।

সোমবার : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না

এমন অভিযোগের মাঝে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর দেখালো কেন্দ্র টাকা দিলেও তা খরচ করা যায় না। এখন পরবর্তী টাকা পেতে অন্তত ৭৫ শতাংশ খরচ করতে সিএমওএইচদের কাছে জরুরি নির্দেশ দেওয়া হল। একদিকে বঞ্চিত হল রোগীরা, অন্যদিকে এভাবে টাকা খরচে প্রশ্ন রয়েই গেল।

মঙ্গলবার : শিক্ষা দফতরের পাশে সিবিআই অফিস খোলার পরিস্থিতি এসে গিয়েছে রাজ্যে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের পর এবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির জেরে ফের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে ২৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরিও বাতিল করেছে আদালত।

বুধবার : পোলিও মুক্ত দেশ

হিসাবে ঘোষিত ভারতের মুখ পোড়ালো গার্ডেনরিচ। এত পালস্ পোলিও অভিযান সত্ত্বেও কলকাতা পুরসভার ১৫ নম্বর বোরো এলাকার নর্দমায় মিলল পোলিওর জীবাণু। এই ঘটনা প্রমাণ করল শুধু টিকা নয়, পরিবেশ নজরদারিতে গাফিলতি রয়েছে।

বৃহস্পতিবার : ফের বাড়ছে

কোভিড। জনমনে প্রশ্ন এটা কি চতুর্থ ঢেউ। একদিনে রাজ্যে আক্রান্ত ২৩০। উদ্বেগ স্বাস্থ্য শিবিরেও। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ মানুষ মাস্ক, স্যানিটাইজার ও দূরত্ববিধি ত্যাগ করেছেন। ফলে কোভিড পরীক্ষার নীতি নতুন করে চালু করেছে রাজ্য।

শুক্রবার : দেশজোড়া প্রবল

বিক্ষোভ শুরু হয়েছে সেনা নিয়োগের অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে। প্রাক্তন সেনা প্রধানরাও এই 'ঠিকা' সেনা নিয়োগের বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। অস্বস্তিতে পড়া কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগের বয়সসীমা ২১ থেকে ২৩ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষি আইনের মতো এই প্রকল্পও বাতিল হবে নাতো।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজনীতিকরা ফেল, ভরসা আমলা বৈঠক

২৭-এর গেরোয় কাজের গ্যারান্টি

শক্তি ধর

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে (যাকে আমরা ১০০ দিনের কাজ বলে চিনি) রাজ্যের টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্র। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা-জমায়েতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বারংবার। টাকা দেওয়ার জন্য দু-দুখানি চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রকে। তবু বরফ গলেনি। গত বৃহস্পতিবার ১৬ জুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাওনা টাকা ছাড়ার দাবি জানাল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের দশ জনের সংসদীয় প্রতিনিধি দল। মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে যা ঠিক না করা পর্যন্ত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। এমনকি কেন্দ্রীয় কর্তারা রাজ্যে এসে সেসব দুর্নীতির সত্যতাও নাকি পেয়েছেন। তাই ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের রুল নম্বর ২৭ অনুযায়ী রাজ্যের টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্র। রুল ২৭ বলছে, কোনও রাজ্য যদি কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে না চলে সে ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের বকেয়া অর্থ আটকে দেওয়ার অধিকার রয়েছে

কেন্দ্রের। সুদীপবাবুর অন্তত অর্ধেক বকেয়া ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছেন মন্ত্রী। সুদীপবাবু প্রশ্ন তুলেছেন, সামান্য অসঙ্গতির জন্য রাজ্যের লাখ লাখ মানুষ, যাঁরা এই সামান্য অর্থে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁরা কেন ভুক্তভোগী হবেন?

এ প্রশ্ন সাধারণ মানুষেরও। কিন্তু সুদীপবাবু যাকে সামান্য বলছেন তা আদৌ সামান্য না বিশাল দুর্নীতি তা জানাবে কে? ১০০ দিনের কাজে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ অনেক দিনের। কয়েকদিন আগেও বেশ কিছু মৃত লোকের নামে করা জব কার্ড ধরা পড়েছে। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী ১০০ দিনের কাজে আদৌ জাতীয় সম্পদ তৈরি হচ্ছে কিনা তা নিয়েও ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। মন্ত্রী তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন, তাঁদের দেওয়া স্মারকলিপির জবাব দুদিনের মধ্যে পাঠাবে কেন্দ্র। তাতে নিশ্চয়ই থাকবে নানা অসঙ্গতির বিবরণ। এসব অসঙ্গতির জবাব সঠিক না মিললে টাকা পাওয়া যে মুশকিল তা বলাই বাহুল্য। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, টাকা দিলে তা নিয়েও যে দুর্নীতি হবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে। বিজেপি মন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছে আগে স্বচ্ছতা আসুক, তারপর টাকা দেওয়া হোক।

আসলে ফাঁসটা সেই দুর্নীতির ভাইরাস যা কুরে কুরে খাচ্ছে শিক্ষা থেকে চিকিৎসা সর্বত্র। সম্ভবতঃ সেই বুঝেই কেন্দ্রের ভরসা না করে মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে ১০০ দিন প্রকল্পের জব কার্ডধারীদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। জেলায় জেলায় তার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে কি এই বিপুল শ্রমিককে সামাল দেওয়া সম্ভব, প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে জানা গিয়েছে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আমলা স্তরে বৈঠক হতে পারে। সেখানে আমলারা তাদের ক্যারিশমা কাজে লাগিয়ে রাজ্যের বকেয়া টাকা কতটা আদায় করে আনতে পারবেন সেটাই এখন দেখার। তা যদি না পারেন আমলারা তাহলে স্রেফ দুর্নীতির কোপে বলি হয়ে যাবেন রাজ্যের কোটি কোটি গরিব মানুষ। তাই শ্লোগান সেই একটাই- 'দুর্নীতি হঠাও, দেশ বাঁচাও।'

যমুনার শ্মশানযাত্রার প্রস্তুতি চলছে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজজীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এমনটাই অভিমত স্থানীয় প্রবীণ ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষজনের। মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্য, বিপ্রদাস পিপ্লাই-এর মনসা মঙ্গল কাব্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্যর স্মৃতি শাস্ত্রে যমুনা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেন স্থানীয় আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'একসময় যমুনা ও ইছামতী নদীকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে যেমন মানব সভ্যতা গড়ে ওঠে, তেমনই গোবরডাঙা ও খাঁটুরা অঞ্চলে লবণ কারখানা সহ ১১৭টি চিনির কল তৈরি হয়। এছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র এই দুই নদীপথে কলকাতা বন্দর হয়ে অন্যত্র বাণিজ্য পথে যাতায়াত করত।'

যমুনা নদীর উৎস প্রসঙ্গে বাসুদেব বাবু বলেন, 'যমুনার উৎস নদিয়া জেলার চাকদহ স্টেশনের পূর্বদিকে খোঁজার হাট। এর দক্ষিণে প্রদ্যুম্ন হ্রদ। হ্রদের দক্ষিণে হুগলির ত্রিবেণী। এখান থেকেই যমুনা নদীর উৎপত্তি। এরপর যমুনা নদিয়ার বালিয়ালি, চাঁদমারি, মদনপুর, চণ্ডিরামপুর, বিরহী, হরিণঘাটা, সুবর্ণপুর, মোল্লাবেলিয়া, গোপালনগর, চৌবেড়িয়া অতিক্রম করে গাইঘাটায় প্রবেশ করেছে। গাইগাটার খোঁজা, জলেশ্বর, ইছাপুর, নাইগাছি, মল্লিকপুর, বেলেনি, গৈপুর, গোবরডাঙা, গয়েশপুর হয়ে স্বরূপনগরের চারঘাটের মোল্লাডাঙার বিপরীতে টিপিতে যমুনা ইছামতী নদীতে মিশেছে। নদিয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনা এই দুই জেলায় যমুনা নদীর অববাহিকা এলাকা প্রায় এক কিলোমিটার প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগে এতদঞ্চলের বৃহৎ নদী ছিল যমুনা। ১৮৬৭ সালের ১ নভেম্বর এই অঞ্চলে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছাস হয়। তার ফলে যমুনাখাত বালি জমে বন্ধ হতে থাকে। জলোস্রোতও মন্দীভূত হতে থাকে। ১৮৮২-৮৩ সালে দমদম-খুলনা রেলপথ নির্মাণকালে যমুনার বিস্তার অনেকখানি হ্রাস করা হয়। ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডের হেড রাইট সন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড স্থায়ী রেলপুর নির্মাণকালে যমুনার পূর্ব

প্রস্থ প্রায় ২-৩ অংশে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে যমুনার উপর প্রায় ছয়-সাতটি পাকা সেতু নির্মণের ফলে নদীর নাব্যতা অনেকটাই কমে যায়। পূর্বে টাকি থেকে গোবরডাঙা পর্যন্ত স্টিমার চলত। রেল লাইন চালু হলে স্টিমার রেলপুল পর্যন্ত আসত। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।'

তিনি আরও বলেন, 'এক সময় এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় জনসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তদন্তে জানা যায় নদীর

জেলায় রবখাস্ত ৩৮ প্রাঃ শিক্ষক

সুভাষ চন্দ্র দাশ : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় একজন দুজন নয়, একেবারেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩৮ জন প্রাথমিক শিক্ষককে বরখাস্ত করলো আদালত। হাইকোর্টের এক নির্দেশিকায় সোমবার রাজ্যের ২৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রয়েছে ৩৮ জন। এমনকি শুধুমাত্র বাসন্তী ব্লকেরই রয়েছেন ৮ জন। মঙ্গলবার সেই নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় জেলা শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সার্কেলের স্কুল পরিদর্শকদের কাছে হাইকোর্টের নির্দেশনামা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সুত্রের খবর। এই মুহূর্তে স্কুলগুলো গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্য বন্ধ রয়েছে। স্কুল খোলার পর যাতে করে বরখাস্তের তালিকাভুক্ত শিক্ষকরা স্কুলে যোগদান না করেন, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান অজিত নায়েক বলেন, রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।'

কল সারাতে ডেপুটেশন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : তীব্র দাবদহে ভুগছে সুন্দরবনের মানুষও। আর এই সময়ে গরমের সাথে পাল্লা দিয়ে ভোগাচ্ছে জলের সংকট। সুন্দরবনের বহু এলাকায় পানীয় জলের সংকটে দিশাহারা গ্রামের মানুষ। পানীয় জলের মাটির নিচের মাত্রা আরও নেমে যাওয়ায় পানীয় জল পাচ্ছে না বহু মানুষ। শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকে ১৭টি স্কুল সহ কয়েকটি গ্রামের টিউবয়েল অকেজো, দীর্ঘদিন ধরে। গ্রীষ্মের দাবদাহে পানীয় জলের সংকট সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। আর কদিন পরে স্কুল খুললে স্কুলে মিড ডে মিলের জন্য জলের প্রয়োজন হবে। আর তখন কি হবে সে চিন্তায় অস্থির গ্রামের মানুষ। এরপর পাঁচের পাতায়

দীর্ঘদিন অর্ধসমাপ্ত এসডিপিও ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্যানিং মহকুমা। ক্যানিং-১ও২, বাসন্তী, গোসাবা এই চারটি ব্লক নিয়ে চালু ১৯৯৩ সালে ক্যানিং মহকুমা কার্যালয়। এরপর ১৯৯৬ সালে চালু হয় ক্যানিং এসডিপিও কার্যালয়টি। আর এই কার্যালয় দুটি প্রথম থেকে ভাড়া বাড়িতে চলতে থাকে। এরপর ক্যানিং মাতলা নদীর চরে স্থায়ী ভাবে ক্যানিং মহকুমা শাসক ভবনটি নির্মাণ হয়। সেখানেই বর্তমানে স্থায়ীভাবে চলছ ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্যালয়টি। কিন্তু সেই ১৯৯৬ সাল থেকে ভাড়া বাড়িতে কাজ চলছে ক্যানিং

এসডিপিও অফিসের কাজকর্ম। ফলে এই পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে সরকারের। এরপর পাঁচের পাতায়

সাগর বকখালিতে স্থায়ী ভবনের দাবি

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সদস্যারা সম্প্রতি নব নিযুক্ত জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। ১৯ জনের এই টিমের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি দফতরের স্থায়ী সমিতির সদস্য সেখ বাপী। তিনি জানান, আমরা মৌখিক ভাবে জেলা শাসকের কাছে দুটি আবেদন করেছি। প্রথমত, গঙ্গাসাগর মেলার সময় মেলার প্রস্তুতি এবং মেলা চলাকালীন মেলা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন আধিকারিকরা সাগরে থাকেন তাদের থাকার জন্য কোটি টাকা ব্যয় করে অস্থায়ী ঝাঁ-চকচকে টেন্ট বা ঘর বানানো হয় মেলা শেষ হলেই তা আবার ভেঙে ফেলা হয় এর ফলে প্রচুর টাকার অপচয় হচ্ছে কিন্তু যদি স্থায়ীভাবে ৫-৬ তলা পাকা ভবন তৈরি করা হয় তাহলে মেলার সময়ে কিংবা অন্য কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে তা স্থায়ীভাবে কাজে লাগে। যেমন সাগরে পাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা হয়েছে যেটা প্রত্যেক বছর মেলার সময় খুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত বকখালি একটি পর্যটন কেন্দ্র যেখানে জেলা পরিষদের কোনও সার্কিট হাউস নেই আগে জেলা পরিষদের নিজস্ব জায়গা ছিল পরবর্তী সময়ে তা পিএইচইকে দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পাঁচের পাতায়

বর্ষার বৃষ্টি বাতিল, সত্য গোপনের চেষ্টা

শক্তিভূষণ সরকার : গরমের দাপটে সর্বত্র এখন পরিত্রাহি রব। গ্রীষ্মকালে গরম পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবারের গরম অভিনব। হাওয়া অফিস গরমের যে পরিমান উল্লেখ করে বাস্তবের গরম তার চাইতে বেশি। একটানা রোদ্দুর সকাল থেকে বিকেল আগুনের হলকা দিয়ে যায়। মেঘের চলন না থাকায় একটানা রোদের আর বিরতি নেই। তাপমাত্রা তাই বেড়েই চলে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমান বেড়ে যায়। গায়ের ঘাম বাষ্পীভবন হতে না পারায় লোমকূপ দিয়ে ক্রমাগত বেয়ে পড়ে। আগে ঘাম বেশি পড়লে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে গেছে মনে করে লোক বুঝত বৃষ্টি আসছে। আজকাল সে অনুমান খাটছে না। কারণ আকাশে বর্ষার মেঘ থাকে না। এই জ্বালা ধরানো অনুভূতিকে আরও দুঃসহ করে তুলেছে হাওয়া অফিসের বিভ্রান্তকর প্রচার। মে মাসের শেষের দিকে তারা প্রচার করতে শুরু করল এবার বর্ষা আগেই ঢুকছে। কেরলে নাকি ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে। জুনের গোড়ায় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সর্বত্র রব উঠল হুড়মুড়িয়ে বর্ষা ঢুকছে। এবারের প্রবেশ নাকি উত্তরবঙ্গ দিয়ে। কয়েকদিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ ভেসে যাবে বৃষ্টিতে। সাধারণ মানুষ যে যার ফুটো ফাটা চাল সারাতে মিস্ত্রি নিয়ে টানাটানি শুরু করল। নির্মাণকারীরা দ্রুত গতিতে ঢালাইয়ের কাজ করতে উদ্যোগ হয়ে পড়ল। পুরসভা ড্রেন পরিষ্কার, পাম্প সারিয়ে বর্ষার মোকাবিলা শুরু করে দিল। কিন্তু সব ভো ভা। কোথায় বৃষ্টি। মাঝে মধ্যে এখানে ওখানে 'লোকাল রেইন'। হাওয়া অফিসের এহেন কীর্তি দেখে দেশের মানুষ হতবাক।

আলিপুর বার্তার পুরনো নিয়মিত পাঠক মাত্রই জানেন সত্যকে জোর করে গোপন করতে বহুদিন ধরেই মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।

থর মরুতে সবুজ বিপ্লব

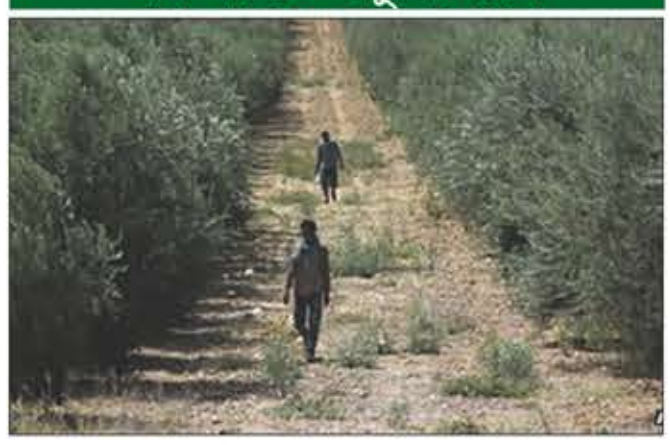

তারা আশির দশকে মরুভূমিকে সবুজ করতে সরকারের একটি ভুল সিদ্ধান্তকে ঢাকতে ব্যস্ত। কিন্তু তা দিয়ে কি আর প্রকৃতির রোষ থেকে বাঁচা সম্ভব! আসলে মৌসুমী বায়ুর বৃষ্টি জোগানের মূলে রয়েছে প্রকৃতির নিজ হাতে তৈরি করা ব্লাস্ট ফার্নেস। এই ফার্নেসের তাপমাত্রার ওঠা নামার উপর নির্ভর করে ভারত উপমহাদেশের জলবায়ু। এই ফার্নেসের পৌরানিক নাম দধীচি, আর ভূগোলে বর্ণিত নাম রাজস্থানের থর মরুভূমি। সূর্যের উত্তরায়ণে দিন বড় রাত ছোট হয়। মরুভূমি অন্যান্য দিনের তুলনায় উত্তরায়ণে গরম পায় বেশি। মরুভূমি গরমে যত তেতে উঠবে ততই সেখানকার বাতাস হালকা হয়ে উঠে তৈরি হবে নিম্ন চাপের কেন্দ্রবিন্দু (L)। এই (L) না থাকলে সমুদ্রের ভিজে বাতাস আকর্ষিত হয়ে স্থলভাগে মৌসুমীর বৃষ্টি ঘটাতে পারে না।

আশির দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাকরা নাঙ্গালের জল টেনে আত্যন্তিক সেচ করার জন্য মরুভূমি সবুজ ভূমি হয়ে যাওয়ায় মরু অঞ্চলে জোরালো নিম্নচাপ (L) তৈরি হচ্ছে না। সূর্যের উত্তাপে সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়ে বিশাল পরিমানে মেঘ তৈরি করলেও তাকে টেনে আনার মতো নিম্নচাপ নেই। বস্তুত উষ্ণতার ঢাল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মধ্য ভারতে চলে এসেছে (L)-এর কেন্দ্রভূমি। একারণে তৈরি হয়েছে বহুমুখী টান। যাকে ইংরাজীতে বলে মাল্টিপল ফোসাই, এই ফোসাই মৌসুমীর মৃত্যু ঘটিয়েছে। তাই বর্ষার বৃষ্টি হবে না। শুধু নিম্নচাপের দয়ায় ভিক্ষা বৃষ্টি পেতে হবে। এই ভিক্ষের বৃষ্টি নিয়ম মেনে বর্ষিত হয় না। যখন তখন বৃষ্টি, যখন তখন গরম, যখন তখন ঠাণ্ডা, যখন তখন ঝড়। ফলে বে আব্রু আবহাওয়ায় চাষিকে সর্বদাই বিপদের আবর্তে থাকতে হবে। একথা আলিপুর বার্তার পাতায় বছরের পর বছর প্রকাশিত হলেও কেউ কানে তোলেনি। সরকারের মাইনে করা হাওয়া বাবুরা মৌসুমী বায়ু ও তার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য গোপন করে সরকারকে আড়াল করতে ব্যস্ত। এর ফাঁকে মৌসুমী বায়ু তার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে আজ নিঃস্ব। কালিদাসের মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথের বর্ষা তাই আমাদের আর রোম্যান্টিক করে তোলে না। এখন আমরা নিয়ম করে বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যস্ত।

আবারও ভুল আবহাওয়া দপ্তর!

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার আবহাওয়া অধিদপ্তর মেঘলা আকাশ ও হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিলেও রাজধানীর কিছু অংশে তাপপ্রবাহ ফিরে এসেছে। দিল্লির ১১টি আবহাওয়া কেন্দ্রের মধ্যে অন্তত চারটিতে তাপপ্রবাহ রেকর্ড করা হয়েছে কারণ এই জায়গাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমপক্ষে ৪.৫ ডিগ্রি উপরে রয়েছে।

সফদারজং অবজারভেটরি, শহরের বেস স্টেশন, মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে যা মঙ্গলবার ৩৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। উত্তর-পশ্চিম দিল্লির মুঙ্গেশপুরে পারদ লাফিয়ে ৪৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, এটি রাজধানীতে সবচেয়ে উষ্ণ স্থান তৈরি করেছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে বজ্রঝড়ের কার্যকলাপ উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ যেমন মথুরা, হাতরাস এবং আলিগড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের দাবি, এই অঞ্চলে টিকে থাকা একটি খাদ দিল্লির দিকে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্কাইমেট ওয়েদারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট (জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবহাওয়াবিদ্যা) মহেশ পালাওয়াত বলেছেন, একটি নতুন পশ্চিমী বিঘ্ন, পঞ্জাবের উপর একটি প্ররোচিত ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালন এবং আর্দ্রতা-ভরা পূর্বদিকের বাতাস বৃহস্পতিবার থেকে তাপ থেকে স্বস্তি দেবে। তিনি বলেন, গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং উপ-গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে প্রাক-মৌসুমি ক্রিয়াকলাপ উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার কারণে একটি আকস্মিক বিকাশ এবং এই ধরনের ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের ঘটনাগুলি পূর্ব-নির্ধারিত বা বিশিষ্ট আবহাওয়া ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নয় যেমন একটি নিম্ন-চাপ অঞ্চল যা

আবহাওয়ার পূর্বাভাসকারীদের ভাল সম্ভাবনার সাথে প্রভাবের এলাকা ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করতে পারে। আবহাওয়া অফিস একটি হলুদ সতর্কতা জারি করেছে, বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে বজ্রবৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে। মঙ্গলবার, একটি মেঘের আচ্ছাদন দিল্লিকে ঢেকে ফেলেছিল, যার ফলে এই মাসে প্রথমবারের মতো সফদারজং অবজারভেটরিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেছে।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 34, 18 June - 24 June, 2022

চুম্বক চুমুকে ভোলাটাইল বাজার

পার্থসারথি গুহ

ভারতের শেয়ার বাজার আগামী এক বছরের নিরিখে কোন অবস্থানে থাকতে পারে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যথারীতি এর মধ্যে দুটি পক্ষ আড়াআড়িভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করা শুরু করেছেন। একদলের মতে , এর মধ্যে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক কিছু এপার-ওপার হয়ে যাবে। চট করে বলে দেওয়া যায় না বাজারের ভবিষ্যত খারাপ হতে চলেছে। অনেকে আবার এও বলছেন এক বছর সময় যথেষ্ট। পরের কথা না ভেবে এই এক বছরেই এখন মনোনিবেশ করবে শেয়ার বাজার।

তার মধ্যে যথারীতি কিছু শেয়ারের দামে উত্থান আসবে। আবার পতনও দেখা যাবে বেশ কিছু শেয়ার বা সেক্টরে। মোটের ওপর একটা ভোলাটাইল পরিস্থিতির মধ্যে বাজার বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হতে পারে। তাতে অবশ্য যাঁরা নিয়মিত ট্রেডিং করে কেনা-বেচা চালিয়ে যাতে পারবে তাঁদের অসুবিধার কিছু নেই। খালি খেয়াল রাখতে হবে কোন শেয়ারটার সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স ঠিক কোন জায়গায় আছে। এই মোদ্দা জিনিসটা ধরে নিয়ে কাজ করতে পারলে এই অস্থির জমানাতেও ভালো মুনাফা আসা সম্ভব। তবে

অর্থনীতি

খুব দক্ষ ট্রেডার ছাড়া নিতান্ত নবীশ বা সাধারণ ট্রেডারদের কোনও হঠকারিতার জায়গা নেই এখানে।

শেয়ার বাজারে রোজ এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সেভাবে কোনও মিল নেই। ধরা যাক কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন (এই মুহূর্তে বাজারে এমনই পতনলীলা চলছে) । যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত

বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০১৮এবং ২০১৯-এর প্রথম থেকে বাজারের বুল রান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা। ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল যথেষ্টই। সেই চিন্তাকে মান্যতা দিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতের অর্থবাজার প্রত্যক্ষ করেছে একটা বড় মাপের কারেকশন। বলাবাহুল্য, ১০ শতাংশের বেশি এই কারেকশন পর্ব প্রায় মাস তিনেক চলার পর এখন সংশোধনীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ভারতের শেয়ার বাজার। যথারীতি বেয়ার নামক রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা মিলেছিল নিফটি ও সেনসেক্স নামক বাজারের চন্দ্র-সূর্যের।

এখন এটাই দেখার এই বেয়ার ট্রেন্ড আপাতত কতদিন অব্যাহত থাকে। এমনিতে ভারতের অর্থবাজার সম্পর্কে অনেক খারাপ খবরাখবর বা উপাদান থাকলেও (মূলত কেন্দ্রের শাসক দলের ধাক্কা খাওয়াকে কেন্দ্র করে) অতি সম্প্রতি বৃদ্ধির সুসংবাদ এসে ফের গোটা মার্কেটকে প্রাণবায়ু দিয়েছে। এটা এখন কতদিনের রসদ ভরে এসেছে সেটার দিকে আগামী দিনে নজর থাকবে সকলের। এখনকার প্রেক্ষিতে যে ট্রেডিং চলছে তাতে একটা জিনিস সাফ বোঝা যাচ্ছে নিফটির জন্য ১৭-১৮ হাজারের কাছাকাছি লেবেলটা যেমন খুব কঠিন হার্ডলস, ঠিক তেমনই ১৫,০০০ এবং সাড়ে ১৫ হাজারের জায়গাটা বড় মাপের সাপোর্ট। এই বন্ধনীর মধ্যে কিছুদিন অর্থবাজার ঘুরপাক খেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

উত্তরের আঙিনায়

পাশ করানোর দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরেই দিকে দিকে নানা গোলমাল শুরু হয়েছে পাশ না করতে পারা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। এবার পাশ না করতে পেরে রাস্তায় বসে পড়ল শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ি গার্লস স্কুলের স্কুলের পড়ুয়ারা। ফুলবাড়ি মেইন রোড অবরোধ করল তারা। হুমকি দিল, সকলকে পাশ না করালে অনশন করবে। এমনকি আত্মহত্যার হুমকিও দিল পাশ করানোর দাবিতে।

ফুলবাড়ি গার্লস স্কুলের ২৭৯ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল এ বছর। ৩৭ জন পরীক্ষার্থী ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ে ফেল

করেছে। তাই আজ সকাল থেকে ফুলবাড়ির স্কুলের সামনে ফুলবাড়ি মেইন রোডের উপর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে পড়ুয়ারা। তাদের দাবি গত দুবছর করোনার কারনে বন্ধ ছিল মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক। অথচ সবাইকে পাশ করানো হয়েছিল। আর এই বছর তারা পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে নি। লজ্জায় তারা বাড়িতে মুখ দেখাতে পারছে না। তাদের দাবি, যদি তাদের অবিলম্বে পাশ করানো না হয় তবে তাদের কাছে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোনও পথ থাকবে না। ফুলবাড়ি গার্লস ইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সাথে কথা বলতে গেলে তিনি জানান, আমি বড়জোর সবার রেজাল্ট স্ক্রুটিনি করতে পাঠাতে পারি। আর আমার কী-ই বা করনীয় আছে? তবুও আমি চেষ্টা করে দেখছি কি করা যায়। এদিন সকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ শুরু করলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকা য়জুড়ে।

শ্মশান যাত্রায় ডিজে বাজিয়ে নাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্মশান যাত্রায় মৃত্যুশোক ভুলে ডিজে-বাদ্য বাজিয়ে নাচে-গানে মেতে উঠলেন পরিবার এবং গ্রামবাসীরা। হ্যাঁ, এমনই অভিনব ছবি দেখা গেলো জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে। ভাবা যায় অন্তিম যাত্রার বাজছে ব্যান্ড পার্টি ও ডিজে। এর মাঝে চার কাঁধে হেলে দুলে শ্মশানে যাচ্ছে মরদেহ। তাঁর পেছনে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছেন আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা। রাজগঞ্জ

এর দুবরাগছ অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার সরকারের মা মারা গিয়েছেন ১০৪ বছর বয়সে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ১০৪ বছরের ওই বৃদ্ধার শেষ ইচ্ছেই ছিল এমন আয়োজন। অর্থাৎ তাঁর শেষযাত্রায় কেউ যেন মনখারাপ না করে। সকলেই যেন আনন্দ করে তাঁর দেহ শ্মশানে নিয়ে যায়। তাই এই অভিনব আয়োজন করেছেন বাড়ির লোকেরা। নাতি মঙ্গল সরকার জানান, তাদের ঠাকুরমা মালতি সরকার ১০৪ বছর বয়সে মারা গেছেন তাই আমরা মনে করি এই মৃত্যু আনন্দের। তাই আমরা হাসতে হাসতে আনন্দ করতে করতে ঠাকুমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

অভিযোগে অশোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারের জন্যই ছাত্রছাত্রীদের এই অবস্থা। আজ শিলিগুড়ির জায়গায় জায়গায় উচ্চমাধ্যমিক ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ চলছে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাংলাতেই। আজ এর জন্য রাজ্য সরকারই সবচাইতে বেশি দায়ী। কী উত্তর আছে সরকারের কাছে। আজ ছাত্রছাত্রীরা ফেল করবার জন্য দায়ী করছে সরকারকেই। তাদের যুক্তি তো ফেলবার নয়। কীভাবে গত দুবছর পরীক্ষা না দিয়েও ছাত্রছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়া হল,আর এবারে ছাত্রছাত্রীদের

ফেল করানো হল। রাজ্য চাকরি নেই, পড়াশোনার অবস্থা শোচনীয়। একটা রাজ্যের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের যখন এই অবস্থা তখন এই রাজ্য চলবে কীভাবে? অশোক ভট্টাচার্য্য আরো জানান, এবারের উচ্চমাধ্যমিকের অকৃতকার্য ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কী ভাবছেন তা জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার করা উচিত। না হলে একটা ভবিষ্যত প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যাবে। আর এর জন্য দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার। তিনি আরো জানান, বহু ছাত্রছাত্রী ভালো পরীক্ষা দিয়েও আশানুরূপ ফলাফল করতে পারেন নি, তাদের ক্ষোভ থাকাই উচিত। কিন্তু রাজ্য সরকার কোনওমতেই তাদের দায় এড়াতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এখনই ব্যবস্থা নেওয়া। না হলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারন করবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির সব সাংবাদিক এবং এফএম চ্যানেলের সাথে বৈঠক করলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং এমআইসি মানিক দে। রঞ্জন সরকার জানান, আমাদের জীবনে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিহার্য। ওদের আমাদের প্রয়োজন আমাদের ওদের। কারণ, ওরা না থাকলে আমাদের খবর সাধারণ মানুষ জানতই না। আজকে আমাদের সাথে ওদের বৈঠকে ওদের সাথে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল যেটাতে ভবিষ্যতে দুজনের সুবিধা হবে। এদিন রঞ্জন সরকার জানান, কিছু মিডিয়া মিথ্যে খবর ছড়িয়ে

মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, যার ফলে মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটা ভুল জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই আমাদের অনুরোধ মিথ্যা খবর ছাপাবেন না। সত্যি খবর ছাপুন কিন্তু মিথ্যা খবর জনগণের সাথে আমাদের দূরত্ব তৈরি করছে। শিলিগুড়ির সব সাংবাদিক প্রায়ই এদিন উপস্থিত ছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতে। এদিন এম আই সি মানিক দে জানান আমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সাংবাদিকদের। ফেক খবরে প্ররোচিত হয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন, তাই আমাদের অনুরোধ খবর বের করবার আগে যাচাই করুন সত্য মিথ্যা। সত্যি হলে বের করে দিন কিন্তু মিথ্যা খবর বের করবেন না। এটাই আমাদের অনুরোধ।

দলবিরোধিতায় লাগাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেকেই ভাবছেন আমরা দলবিরোধীদের সাথে আছি। সেটা একেবারেই মিথ্যা। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস দার্জিলিং জেলা দলের বিরুদ্ধে যারা গিয়ে নির্দল কিংবা অন্য দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন তাদের কোনওমতেই প্রশ্রয় দেবো না আজ এই বার্তাই দিলেন দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। তিনি আরো জানালেন, আমরা নিজেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের কাছে একটি স্বাক্ষর করা চিঠি পাঠিয়েছিলাম যেটার উত্তর এসেছে আজকে। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে যারা দলের বিরোধিতা করেছেন তাদের বহিষ্কার করে দিতে। তাই আমরা ফাঁসিদেওয়া

ব্লক ১ এবং ব্লক ২ সভাপতিকে বহিষ্কার করলাম। পাপিয়া ঘোষ আরো জানালেন, যারা দলের হয়ে কাজ করছেন তাদের একটা ধারনা ছিল আমরা দল বিরোধীদের সাথে আছি। আমরা আমাদের কর্মীদের জানাতে চাই এটা ভুল ধারন।। আমরা দলের বিরুদ্ধে যারা চলে গেছেন তাদের সাথে নেই। এদিন পাপিয়া ঘোষ আরো জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেকেই গিয়েছিলেন এবং ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এসেছেন,তাদেরকে অভিনন্দন। তারা জানিয়েছেন জল ছাড়া যেমন মাছ থাকতে পারে না আমরাও তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া থাকতে পারবো না। আমরা তাদের পাশে আছি। এদিন জেলা সভাপতি আরো জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা যারা দলের নির্দেশ আমান্য করে নির্দলে যোগ দিয়েছেন তাদের বহিষ্কার করছি। এবং ভবিষ্যতে তাদের নেওয়া হবে কি হবে না তা দল বিচার করবে।

স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে কৃতীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য প্রয়াত হয়েছেন প্রায় একবছর হয়ে গেল। স্ত্রীকে সম্মান দিয়ে তাঁরই নামাঙ্কিত পুরস্কার শিলিগুড়ির কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তিনি প্রথমে সম্বর্ধনা দিলেন হায়দারপাড়া বুদ্ধভারতী ইস্কুলের রীমা হালদারকে। তারপর একে

একে সব কৃতী ছাত্রীরা আসেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়রের বাড়িতে। এদিন অশোক ভট্টাচার্য প্রত্যেক কৃতীদের হাতে পুরস্কার ছাড়াও তুলে দিলেন তিনহাজার টাকা। তিনি জানালেন, এদের সবার অবস্থা ভালো নয়, একটু টাকা পয়সা পেলে এরা হয়ত একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তাই আমার সাধ্যমত আমি ওদের সাহায্য করলাম। ভবিষ্যতেও আমি ওদের পাশে থাকব বলে জানিয়ে দিলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র।

অস্ত্র সহ ধৃত তিন দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন উত্তরকন্যার পাশের উদয়নগর কলোনি এলাকার এক বাড়িতে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার নাম করে ঘরে ঢুকেছিল তিন যুবক। বাড়ির মালিক কাশেম আলী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গলায় ধারাল অস্ত্র ঠেকিয়ে টাকা চেয়েছিল ওই দুষ্কৃতীরা। প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার শুরু করেন বাড়ির মালিক।

তৎক্ষণাৎ তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। বাড়িতে আটকে পরে ওই তিন দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে তিন জনকেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতরা হল ভবতোষ কুমার রায়, অনিল সাহা এবং দিবস ছেত্রী। ধৃতদের মধ্য ভবতোষ কুমার রায়ের বিরুদ্ধে এর আগেও অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে চটেছেন অধ্যাপক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে বেজায় চটেছেন অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা। জলপাইগুড়ি কমার্স কলেজে প্রিন্সিপালের পদত্যাগ চেয়ে চলছে লাগাতার বিক্ষোভ। ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, বিক্ষোভে সামিল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা। অভিযোগ, কলেজের মহিলা কর্মচারীদের উদ্দেশে অশালীন মন্তব্য করেছেন প্রিন্সিপাল। বলেছেন, আমি চাকরি না দিলে তোমরা সব বার ডান্সার হতে। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্সের অধ্যক্ষ ডঃ সিদ্ধার্থ সরকার।

তাঁর বিরুদ্ধেই বিক্ষোভে সরব হয়েছেন ওই কলেজের বাকি কর্মচারীরা। অভিযোগ, কলেজের মধ্যে স্বেছাচার করেন প্রিন্সিপাল। ঘনঘন চাকরি থেকে বরখাস্ত করার হুমকি দেন। মহিলাদের অসম্মান করেন। প্রিন্সিপালের সঙ্গে কাজ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা। অভিযোগ, কলেজের মহিলা অধ্যাপকদের প্রিন্সিপাল বলেছেন, আমি তোমাদের এই কলেজে চাকরি দিয়েছি। না হলে তোমরা সব বারে গিয়ে ডান্স করতে। তাই এখানে থাকতে গেলে আমার কথা শুনে চলতে হবে। মহিলাদের অভিযোগ, তাঁদের জন্য কলেজে আলাদা করে কোনও ঘর রাখা হয়নি। আর প্রতি ঘরে কাউকে কিছু না জানিয়ে প্রিন্সিপাল সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছেন। কলেজে কাজ করার পরিস্থিতি নেই।

কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মৌমিতা সেনগুপ্ত বলেন, আমরা ওয়েব কুপা সংগঠন তৈরি করতে চেয়েছিলাম। প্রিন্সিপাল বাধা দিয়ে বলেছেন এই কলেজে কোনও সংগঠন করা যাবে না। কমার্সের অধ্যাপক সব্যসাচী বসুর অভিযোগও গুরুতর। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে রাতে এক অধ্যাপিকাকে ফোনে শাসিয়েছেন প্রিন্সিপাল। বলেছেন তাঁকে চাকরি থেকে বের করে দেবেন। এভাবে কলেজে পড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। কলেজের অতিথি অধ্যাপক বাবাই মালো দাস বলেন, কিছুদিন আগে কলেজের এক ক্যাজুয়াল স্টাফকে কোনও নোটিস ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়। অধ্যক্ষের কাছ থেকে তার জবাব চান অন্যান্য কর্মীরা। জবাব তো মেলেইনি, উল্টে মিলেছে হুঁশিয়ারি। যার ফলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বাবাই মালো দাস। কলেজের অপর এক অধ্যাপক দেবাশিস সিনহা মহাপাত্র দৃষ্টিহীন। তিনি বলেন প্রিন্সিপাল স্বেচ্ছাচারী।

তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বললেই ক্ষেপে ওঠেন। দেবাশিসকেও নাকি রাস্তায় বাইকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন প্রিন্সিপাল। সব অভিযোগই অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্সের প্রিন্সিপাল সিদ্ধার্থ সরকার। বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে সেসবের কোনও প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবেন? অনুশাসন মেনে কড়া হাতে কলেজ চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে। এদিকে প্রিন্সিপালের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে সরগরম কলেজ চত্বর। মঙ্গলবার বিকেলে সমস্ত অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা কলেজের সামনে জড়ো হয়ে প্রিন্সিপালের পদত্যাগ দাবি করেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ জুন – ২৪ জুন ২০২২

মেষ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য এলেও ব্যবসা ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি ও বিনিয়োগে ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। বিপরীত লিঙ্গ হতে মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। মানসিক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। আয় হলেও অর্থ নেতে বিলম্ব হবে। মানসিক অবসাদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রাণায়ম বা যোগাভ্যাস করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার লাল বস্ত্র পরিধান করুন।

বৃষ রাশি : যে কোনও কার্যে প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের সঙ্গে কর্ম করার একটা প্রয়াস থাকবে। চাকরিতে সাফল্যে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা থাকবে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুজনরে থাকার সম্ভাবনা কম। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ বা পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুক্রের মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।

মিথুন রাশি : সন্তান থেকে মনোকষ্ট পেতে পারেন। চাকরিতে সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। তীর্থভ্রমণের সুযোগ আসার সম্ভাবনা। ধর্মে-কর্মে আকর্ষণ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। অর্থাগম হলেও অর্থ পেতে সমস্যা।

প্রতিকার : বুধবার লক্ষী পুজো করুন।

কর্কট রাশি : পারিবারিক মতানৈক্য বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গ থেকে কোনও বিষয় নিয়ে মতান্তর। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা থাকবে। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ওঁ চন্দ্রায় নম মন্ত্র পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : সরকারি চাকুরেদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। ভাই-বোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। বেসরকারী চাকুরেদের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হবেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হবে।

প্রতিকার : সূর্যমন্ত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনদের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি। কটূক্তি এবং অশালীন আচরণ থেকে বিরত থাকুন। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। ভাই-বোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা। রাস্তাঘাট সতর্কতার সঙ্গে পারাপার হবেন।

প্রতিকার : সবুজ বস্ত্র পরিধান করুন।

তুলা রাশি : অন্যের প্রতি সহৃদয় হোন। বিপরীত লিঙ্গের ব্যবহারে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। ধনভাব শুভ। গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি কিন্তু ব্যবসায় বিপত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুক্রবার সাদা মিষ্টি অসহায় ব্যক্তিদের দান করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সরবৎ বা দুগ্ধ জাতীয় পানীয় খাওয়ার স্পৃহা বৃদ্ধি। ধনভাব শুভ। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যার সাথে চাকরি লাভ থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। কিন্তু ব্যবসার প্রসারতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে ঝুঁকি কম। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। শয্যা সুখে সমস্যা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার হনুমান মন্দিরে লাল ফুল দিয়ে পুজো করুন।

ধনু রাশি : ধনভাব খুব শুভ নয়। ভাই বোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ব্যবসা বা পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে শুভ সময় বলা যায় এ সপ্তাহ। কর্মোন্নতি ও আয়ভাব শুভ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। কিন্তু জলে ভ্রমণ না করাই শ্রেয়ে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার তুলসী গাছে জল দিন।

মকর রাশি : স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হলেও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে সুখ। দাম্পত্যে মনো মালিন্য বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : অপরাজিতা ফুল দিয়ে শনিদেবের পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : অকারণে মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। ধনভাব শুভ। ভাই বোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সম্পত্তি ক্রয় করার সম্ভাবনা। বাড়ি গাড়ি ক্রয় করার সম্ভাবনা। পদোন্নতির সম্ভাবনা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসবেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন শিবের আরাধনা করুন।

মীন রাশি : আর্থিক দিক থেকে আগের চেয়ে শুভ ফললাভের সম্ভাবনা। স্বজনদের ব্যবহারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্যে শুভ ফল লাভ। সন্তানের উচ্চশিক্ষা, গবেষণায় সাফল্যে শুভ ফল লাভ। চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রসারতায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার হলুদ মিষ্টান্ন দিয়ে পুজো দিন।

শব্দবার্তা ২০৪

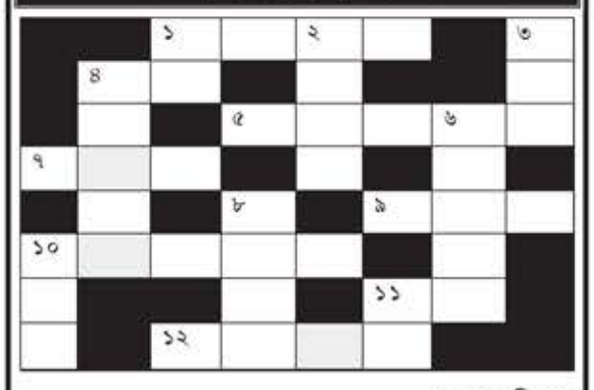

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এমন, অত্যন্ত ৪। ঝরনা ৫। দয়া, দান ইত্যাদি, বদান্যতা ৭। আইন ৯। নিদ্রাহীন ১০। অন্যায়ের যা হওয়া উচিত ১১। নিজস্ব ১২। প্রবাদে ইনি সর্দার।

উপর-নীচ

১। শত্রু, রিপু ২। যুদ্ধজাহাজ ৩। কান্তি, সৌন্দর্য ৪। দরদ, সহানুভূতি ৬। পাগলা গারদ, লেফাফা।

সমাধান : ২০৩

পাশাপাশি : ২। পরাগ কেশর ৫। কাহারবা ৭। সমিতি ৯। আসনে ১০। মাহাদধি ১২। দানখয়রাত।

উপর-নীচ : ১। অলকা ৩। রায়বার ৪। শত্রুমিত্র ভেদ ৬। হাউসসার্জেন ৮। নামকরা ১১ধিক্কার।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

চাকরি না পেয়ে হতাশায় আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পেয়ে হতাশায় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে আত্মহত্যা করলো প্রতিবন্ধী এক যুবক। মৃতের নাম গোপীনাথ মন্ডল(২৬)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরবেনা গ্রামে।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বাহিরবেনা গ্রামের বাসিন্দা অজিত মন্ডল।পেশায় তিনি একজন প্রাইমারি শিক্ষক। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ে বিগত প্রায় বছর পাঁচেক আগে গলায় দড়ি দিয়ে শ্বশুর বাড়িতে আত্মহত্যা করে।এবার তাঁর একমাত্র প্রতিবন্ধী সন্তান গোপীনাথ মন্ডল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করায় মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে মন্ডল পরিবার। অভিযোগ টেট পরীক্ষা দেওয়ার পরও চাকরি না পেয়ে ইদানিং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলো ওই যুবক। এদিন দুপুরে সকলের অলক্ষ্যে ঘরে গলায় দড়ি দেয়।তার মায়ের নজরে পড়ে এমন ঘটনা। তিনি ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করলে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসেন।তারাই দড়ি কেটে ওই যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের বাবা অজিত মন্ডল বলেন, টেট পরীক্ষা দেওয়ার পর চাকরি না পেয়ে ইদানিং মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে এই ভাবে যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে কল্পনাতেও বুঝতে পারিনি।'

বাঘের আক্রমণে মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বাস আর জঙ্গলের দেবী বনবিবি'র উপর অগাধ আশ্বাস-ভরসা রেখেই সুন্দরবনের জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া কিংবা মধু সংগ্রহ করতে যায় মৎস্যজীবী ও মৌলেদের দল। জীবন্ত বনবিবি কে সাথে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না। বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম কালিপদ সরকার(৭২)। মৃতের বাড়ি সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত মোল্লাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট মোল্লাখালির কালিদাসপুর এলাকায়।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিনিয়ত সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরার জন্য যেতেন কালিপদ। ফিরেও আসতেন সন্ধ্যার আগে।অন্যান্য দিনের মতো প্রতিবেশী বনবিবি বিশ্বাস কে সাথে নিয়ে রবিবার সূর্যোদয়ের আগেই ডিঙি নৌকা নিয়ে কাঁকড়া ধরার জন্য সুন্দরবনের জঙ্গলের নদীখাঁড়ির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। ভোর নাগাদ পৌঁছেও গিয়েছিলেন মরিচঝাঁপি জঙ্গল সংলগ্ন কাঁকসা খালের নদীখাঁড়িতে।

সেখানে হাজির হয়ে কাঁকড়া ধরার জন্য নৌকা বেঁধে খাঁড়িতে নামার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন বনবিবি বিশ্বাস ও কালিপদ সরকার।

সেই মুহূর্তে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। টার্গেট করে কালিপদ কে। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই মৎস্যজীবীর ঘাড়ে। তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যায় সঙ্গী মহিলা মৎস্যজীবী বনবিবি বিশ্বাস। সম্বিত ফিরতেই ডিঙি নৌকার হালবেয়ে স্থানীয় কাঁকসা ফরেষ্ট অফিসে হাজির হয় বনবিবি। সেখানে ঘটনার কথা জানালে বনদফতরের কর্মীরা তাঁকে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

অন্যদিকে, গ্রামে এমন খবর চাউর হতেই বেশকিছু লোকজন নৌকা নিয়ে রওনা দেয় দুর্ঘটনাস্থলে। সেখানে তারা জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে ওই মৎস্যজীবীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে। পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে মূলত ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ইলিশ মাছের প্রজননের সময়। ওই সময় নদী তে মাছ-কাঁকড়া ধরলে ইলিশের প্রজনন নষ্ট হয়। ফলে প্রায় দুমাস নদীতে মাছ-কাঁকড়া ধরা নিষিদ্ধ। চোরা পথে মাছ-কাঁকড়া ধরার জন্য এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জালে ৩ পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরল প্রজাতির তক্ষক সহ চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বনদপ্তর। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার ফুলতলায় এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে ৬টি তক্ষক উদ্ধার করেছে বনদপ্তর।

স্থানীয় ও বনদপ্তর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ক্যানিং বারুইপুর রোড ধরে একটি মোটরসাইকেলে করে এক মহিলাসহ দুই ব্যক্তি বারুইপুরের দিকে আসছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদেরকে আটক করে তল্লাশি শুরু করে বনদপ্তরের একটি দল। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৬ টি তক্ষক। যার মধ্যে দুটি মৃত ও চারটি জীবন্ত। ধৃতরা হলো আব্দুর রাজ্জাক লস্কর, গিয়াস উদ্দিন মন্ডল, রিনা লস্কর। গিয়াসউদ্দিন ও রিনার বাড়ি কুলতলী থানা এলাকায়। অন্যদিকে আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ি উস্তি তে। তক্ষক গুলি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল তা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তর। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোটরসাইকেলটি।

আন্তর্জাতিক বাজারে তক্ষক পাচারের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। এলাকা থেকে তক্ষক পাচার করা হয়ে থাকে চিন নেপাল ভুটান

সহ বিভিন্ন দেশে। লক্ষ টাকা দিয়ে সেগুলি বিক্রিও করা হয়। উদ্ধার হওয়া তক্ষকগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছে বনদপ্তর।

পুলিশের জালে বেআইনি অস্ত্র ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো এক বেআইনি অস্ত্র কারবারী। ধৃতের কাছ থেকে ৬টি নতুন পাইপগান, দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম রাহুল নস্কর। ধৃতের বাড়ি বকুলতলা থানার জীবনমন্ডলের হাট এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ পুলিশ টিম ও বকুলতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী জীবনমন্ডলের হাটে হানা দেয়। রাহুল নস্কর নামে সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তার হাতে থাকা নাইলন ব্যাগ তল্লাশি করে ৬ টি নতুন পাইপগান ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের বাজার মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা। ধৃতকে অস্ত্র আইনে

গ্রেফতার করে আর কে বা কারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নির্দেশ অমান্য করলে জরিমানা

মহেশতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারংবার বলা সত্ত্বেও লঙ্ঘন করা হচ্ছে একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা। এমন চলতে থাকলে এবং থার্মোকলের থালা, বাটি, গ্লাস ও প্লাস্টিকের চায়ের কাপের ব্যবহার আগের মতো চলতে থাকলে ৫০ থেকে ৫০০ টাকা জরিমানা করার মতো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহেশতলা পুরসভার পুরপ্রধান দুলালচন্দ্র দাস। গত ১২ মে পুর এলাকায় এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে মহেশতলা পুর এলাকার পরিবেশকে দূষণমুক্ত সুন্দর, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক রাখতে গতবছরের ১০ মে থেকে পুর এলাকার বিভিন্ন বাজার, দোকান ও জনবহুল স্থানগুলিতে রাজ্যের পরিবেশ দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী ৭৫ মাইক্রনের কম এবং উপাদক কোম্পানির ছাপ বিহীন প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার অভিযান শুরু হয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এবার চলতি বছরের ১১ মে থেকে পুর এলাকায় ৭৫ মাইক্রনের কম এবং উপাদক কোম্পানির ছাপ বিহীন প্লাস্টিক ব্যাগ ও থার্মোকলের থালা, বাটি, গ্লাস এবং প্লাস্টিকের চায়ের কাপের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। চলতি বছরের ১১ মে থেকে পুর এলাকার সমস্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছে ৭৫ মাইক্রনের কম এবং উপাদক কোম্পানির ছাপ বিহীন প্লাস্টিক ব্যাগ ও থার্মোকলের বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যবহার করতে দেখা গেলে পুর কর্তৃপক্ষ ৫০ থেকে ৫০০ টাকা জরিমানা করতে বাধ্য থাকবে। ১১ মে থেকে পুরসভাকে প্লাস্টিক ব্যাগ ও থার্মোকলের দূষণ থেকে বাঁচাতে ও মহেশতলা পুর এলাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে মহেশতলা পুরবাসী সকলের সচেতনতামূলক অংশগ্রহণ এই কর্মসূচিকে বাস্তব রূপায়ণে সহযোগিতা করবে। প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাগজ ও কাপড়ের ব্যাগের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহেশতলা পুর এলাকারকে প্লাস্টিকবর্জিত শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণে ৩৫ টি ওয়ার্ডের প্রতিটি পরিবারকে আগেই দু'টি করে মোটা শক্ত কাপড়ের ব্যাগ সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ইলিশের সন্ধানে সমুদ্র পাড়ি

অরিজিৎ মন্ডল : বর্ষা দুয়ারে আর তাই ইলিশও দুয়ারে। আজ থেকেই গভীর সমুদ্র পাড়ি দেবে ট্রলার। জলে উঠবে রূপালী শস্য ইলিশ। পাতে উঠবে বাঙালির রসনা প্রিয় ইলিশ। সমুদ্র মোহনায় এখন উৎসবের মেজাজ। ট্রলারে ট্রলারে এখন নতুন রং। সমুদ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি। ইলিশ প্রজননের জন্য ১৪ এপ্রিল থেকে সমুদ্রে যাওয়া নিষেধাজ্ঞা জারি করে মৎস্য দপ্তর। দুমাস পর ১৫ জুন থেকে আবারও যাওয়া যাবে সমুদ্রে। এবার জালে উঠবে ইলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা কাকদ্বীপ বাসন্তী ফ্রেজারগঞ্জ ডায়মন্ড হারবারে তাই সমুদ্রে যাবার তোড়জোড়। জালে উঠবে ইলিশ পাতে উঠবে ইলিশ তাই এখন জাল সারাই এর ব্যস্ততা। কেউ আবার এখন ট্রলারের নতুন রঙ করায় ব্যস্ত। একবার সমুদ্রের যাওয়া

মানেই এখন সপ্তাহ দুয়েক তখনতো ট্রলারেই সংসার। আর তাই বরফ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ট্রলারে তুলতে ব্যস্ত মৎস্যজীবীরা। মা গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে আশায় বুক বাঁধছে মৎস্যজীবীরা আর তাই সকাল থেকেই ট্রলারে ট্রলারে চলছে পূজা দেবার পালা। অন্যদিকে আবার প্রত্যেক বছরই দেখা যায় গভীর সমুদ্রে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের আর তাই এবার গভীর সমুদ্রে যাবার আগেই সরকারি পক্ষ থেকে চলছে মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ। অন্যদিকে, আজ থেকেই কাকদ্বীপ ডায়মন্ড হারবার পাথরপ্রতিমা রায়গঞ্জ বিভিন্ন জায়গার প্রায় চার হাজারেরও বেশি ট্রলার পাড়ি দিয়েছে গভীর সমুদ্রে। মৎস্য বন্দরে পড়ে আছে হাতেগোনা গুটি কয়েক ট্রলার। তারাও মা গঙ্গার উদ্দেশ্যে পুজো দিয়ে আজ সন্ধ্যের মধ্যেই পাড়ি দেবে গভীর সমুদ্রে আর তারপরেই জালে পড়বে ইলিশ বাঙালির পাতে পড়বে ইলিশ। তবে কাকদ্বীপের ট্রলার কর্মী সঞ্জয় দাস জানান যে ভাবে দিনের পর দিন পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েছে এবং মূল্যবৃদ্ধি তাতে কতদিন ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারবে তাই এখন প্রধান চিন্তার কারণ। পাশাপাশি আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনার জন্য আগের বছরও তেমন ভালো ইলিশ করেনি জালে, এবছর আবহাওয়া ভালো থাকলে ইলিশের সংখ্যাটা অনেকটাই বাড়তে পারে আগের বছরগুলোর তুলনায় এমনটাই আশা করছেন মৎস্যজীবীরা। আর তাই বলা যায় সত্য খানেকের মধ্যেই বাঙালির পাতে করবে রূপালি শস্য ইলিশ।

অকৃতকার্যদের বিক্ষোভ

ইভলিনা বসু : করোনার দাপটে গত বছর থেকেই বিক্ষোভ করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের পাশ করানোর প্রবণতা দেখা গিয়েছিল বেশ কিছু জায়গায়। এই বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাজ্যজুড়ে বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিকে পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবিতে পথে নেমেছে। শহর থেকে শহরতলিতে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের একাংশ রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রক এবং তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার ওপরে ফেল করানো হলো কেন সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এমনকি নদিয়া থেকে আসা বহু ছাত্রছাত্রী বিকাশ ভবনে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করতে এলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। সেখানেই তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে । সেই একই পথে হেঁটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা অঞ্চলের সারেঙ্গাবাদ হাই স্কুল এবং যজ্ঞেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের অকৃতকার্য ছেলেমেয়েরা।

তাদের দাবি ভাল পরীক্ষা দিলেও ফেল করানো হলো কেন ?এই দাবিতে স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। সারেঙ্গাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের অকৃতকার্য ৬৮জন ছাত্র-ছাত্রী প্রথমে স্কুলের চত্বরে বিক্ষোভ দেখায়। তারপর সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্লোগান এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্কুল গেটে অবরুদ্ধ করে। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা কে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে আটকে রেখে দেয়। কোনও আশ্বাস না মেলায় পরীক্ষার্থীরা এবং তার

অভিভাবকেরা বজবজ ট্রাঙ্ক রোড অবরোধ করে। অবরোধে সামিল হয় পার্শ্ববর্তী স্কুল যজ্ঞেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের ৮০ জন অকৃতকার্য ছাত্রী। দীর্ঘ সময়ের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যায় বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের যান চলাচল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মহেশতলা থানার আইসি- সহ বিরাট পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় পুলিশ আধিকারিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র দাস এর সাথে কথা বলে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বাস দেয় যে স্কুল যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। এবং তারপরই বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা অবরোধ তুলতে রাজি হয়। শহর এবং জেলার প্রতি প্রান্তে অসফল পরীক্ষার্থীদের এমন বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গতবছর করোনায় ১০০% পাশ করেছিল। এই পরিস্থিতিকে স্ট্যান্ডার্ড বলে ধরা হবে বলে ভাবলে ভুল ভাবছেন। এখন আমরা স্বাভাবিক পরীক্ষা ব্যবস্থায় ফিরতে চাইছি। সেখানে সকলেই পাশ করবে এমন আশা করা যায় না। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন স্কুলের পঠনপাঠনে অব্যবস্থা ছাড়াও অনলাইনে পড়াশোনা না বুঝতে পারায় আমরা পিছিয়ে পড়েছিলাম। আশা করি শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমাদের পাশ করানোর ব্যবস্থা করবেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তিতে জনসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ-২ নম্বর ব্লকে জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য জনসংযোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ, বিডিও নবকুমার দাস, সভাপতি রীতা মিত্র, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায় প্রমুখ। সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল এমন ৬৭ জন মানুষকে এই অনুষ্ঠানে ডাকা হয়। এবং তাদের যা সমস্যা ছিল তা ওই

অনুষ্ঠানে সমাধান করে শংসাপত্র হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুয়ারে সরকার প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে একটি ট্যাবলো বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে।

শিক্ষিত করতে ভ্যান টানছেন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একমাত্র মায়েরাই পারেন তাঁদের সন্তানকে আগলে রেখে সমাজের বুকে বড় করে তুলতে। তেমনই এক অভাগী মায়ের দেখা মিললো ক্যানিং শহরের রাজপথে।সূর্যোদয় হতেই ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত শ্যামাপ্রসাদ কলোনি থেকে স্বামী গিয়াস উদ্দিন শেখ কে সাথে করে ভ্যান নিয়ে রোজগারের আশায় বেরিয়ে পড়েন। দিনের শেষে আবার স্বামী কে ভ্যানে বসিয়ে প্যাডেল করতে করতে জাহানার শেখ রওনা দেন বাড়ির দিকে। এমনই এক মায়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবারে তিন সন্তান।দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে শেখ দম্পতির পরিবার। দিন আনা দিন খাওয়া।অভাবের সংসারে তিন সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করে বড় করতে

চায়।একদিকে নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় তাদের পক্ষে কী সম্ভব! রুগ্ন স্বামীর সামান্য উপার্জনে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। অগত্যা স্বামীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসারের হাল ধরেন জাহানারা। লজ্জা কীসের?ছেলে মেয়েদের বড় করতে হবে যে।আর সেই কারণে নিজেই ভ্যান চালিয়ে উপার্জন শুরু করেন। বড় মেয়ে স্নাতক স্তরের ছাত্রী,মেজো মেয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী।আদরের ছোট ছেলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। জাহানারার দাবি, স্বামী যা আয় করে তাতে করে সংসার চলে না। তার ওপর তিন সন্তানের পড়ার খরচ!আর সেই কারণে স্বামীর সাথে আমিও কাজ শুরু করি। কষ্ট করে কোনও রকমে দিনগুজরান হয়। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য কেউ যদি সামান্য একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে সামান্য হলেও কষ্ট লাঘব হতো।

অন্যদিকে গিয়াসউদ্দিন জানিয়েছেন, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র। কী করবো! পেটে ভাত জুটুক কিংবা নাই জুটুক,যতই কষ্ট হোক হাল ছাড়ছি না। ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করতে হবে যে। সন্তানদের বড় করতে ভ্যান নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করা এমন মায়ের প্রতিনিয়ত দেখা মেলে ক্যানিং ব্রিজ রোডে।আর এমন দৃশ্য প্রতিনিয়ত দেখে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষজন।স্থানীয় এক অটোচালক কালাম মোল্লা জানিয়েছেন, সন্তানদের বড় করতে এমন মা কে কুর্ণিশ জানাই। আশা করি তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন।

বিপজ্জনক বিদ্যুতের খুঁটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবাদে রয়েছে ১৮ মাসে বছর। বর্তমানে ক্যানিং বিদ্যুত দফতরেরও হয়েছে সেই রকম পরিস্থিতি।একের পর এক সমস্যা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে

গ্রাহকদের। কিন্তু সমাধান নেই। ক্যানিং বিদ্যুত দফতর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ১ নম্বর দিঘীরপাড় শীতলা মন্দির সংলগ্ন পশ্চিমপাড়া। ওই পাড়ারই বাসিন্দা দিলীপ মুখার্জী। তিনি গত ২০২১ এর ২৬ মার্চ একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন।সমস্যার সমাধান হয়নি আজও। জানা গিয়েছে, গত ২০২০ সালে ২০ মে আম্ফানের দাপটে দিলীপ বাবুর বাড়ি সংলগ্ন একটি বিদ্যুতের খুঁটি(কাঠের) গোড়া থেকে ভেঙে বাড়ির উপর হেলে পড়ে। যেকোনও মুহূর্তে পড়ে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।এমনকি বাড়ির বাউন্ডারির দেওয়ালে বড় ধরনের ফাটল তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে বড় ধরণের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। ঘটনার বিষয়ে মৌখিক ভাবে ক্যানিং বিদ্যুত দফতরে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছিলেন দিলীপ বাবু। কোনও প্রকার সদুত্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ২০২১ এর ২৬ মার্চ লিখিত অভিযোগ করেন। পরিস্থিতি বদলালেও বদলায়নি ক্যানিং বিদ্যুত দফতরের গড়িমসি।আজও মেলেনি সমস্যার সমাধান। ক্যানিং বিদ্যুত দফতরের ম্যানেজার নন্দকিশোর শর্মা ছুটিতে থাকায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।অন্যদিকে, কবে হবে সমস্যার সমাধান সে বিষয়ে চিন্তায় রাতের ঘুম উবে গিয়েছে, আশঙ্কায় দিন কাটছে মুখার্জী পরিবারের।

বুথ সভাপতি সহ তিনজনকে মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের বুথ সভাপতি সহ মোট তিনজন কে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে হাটপুকুরিয়া এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন হাটপুকুরিয়া তৃণমূল বুথ সভাপতি মহাসীম মোল্লা সহ রিয়াজুল মোল্লা ও ইকতার মোল্লা।তাঁরা বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাত ৭ টা নাগাদ তৃণমূলের যুব বুথ সভাপতি মহাসীম মোল্লা সহ মোট তিনজন বাইকে চেপে হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েত মোড় থেকে পোলের মোড় এলাকার বাড়িতে ফিরছিলেন।অভিযোগ সেই সময় জনা পঁচিশ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী তার পথ আটকে দাঁড়ায়। অভিযোগ বাইক দাঁড় করাতেই লাঠি,লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় তিনজনকে। এরপর গুরুতর জখম অবস্থায় যুব তৃণমূল কর্মীরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গা ঢাকা দেয়।অন্যান্য স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা খবর পেয়ে জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

ক্যাম্পমুখী করতে হাজির বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহুদিন ধরেই চলছে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প। চতুর্থ দফায় ফের শুরু হয়েছে সেই কাজ। আর সেই কাজে সাহায্য করতেন এগিয়ে এলেন স্বয়ং বিডিও। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়িয়ার

১০ নম্বর এলাকায়। এলাকাজুড়ে কয়েক হাজার পরিবার আদিবাসীর বসবাস। অধিকাংশ পুরুষরাই কাজের তাগিদে ভিনরাজ্যে থাকেন। আর তাই সেইসব মানুষদের সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং ক্যাম্পমুখী করতে উদ্যোগী হলেন খোদ বাসন্তীর বিডিও। বিডিও নিজে উপস্থিত হয়ে গ্রাম থেকে আদিবাসী মেয়েদের ডেকে নিয়ে আসেন। তারপর ক্যাম্প বসিয়ে নিজের হাতেই ফর্ম ফিল-আপ করে দেন। শুধু তাই নয়, কী কী সুযোগ সুবিধা তারা এই থেকে পাবেন তারও বিস্তারিত আলোচনা করেন তাদের সঙ্গে। বিডিও এইভাবে গ্রামের মেয়েদের বাড়ি থেকে এনে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত তালিকা নাম তুলে দেওয়ায় যথেষ্ট খুশি লতিকা সরদার,মলিনা সরদার,জবা সরদার,মনিনা সরদার প্রমুখ এলাকার আদিবাসী মহিলারা। চুনাখালি গ্রামপঞ্চায়েতের এই বড়িয়াতে প্রায় ৯০ শতাশ তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন বসবাস করেন।তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্পদায়ের মহিলারা বলেন ''আমরা আদিবাসী সমাজে বসবাস করি। এতদিন আমাদের কেউ এসে বলে যেত না যে, ওখানে এই এই সুযোগ সুবিধার জন্য ক্যাম্প বসেছে। বিডিও সাহেব আমাদের জন্য সেই কাজ করলেন। শুধু তাই নয়, আমাদের পরিবারের এখনও অনেকেই ঠিকঠাক পড়াশোনা জানে না। ফর্ম ফিল-আপ করতে পারে না। তাই নিজে হাতেই বিডিও ফর্ম ফিল-আপ করে দিলেন। সত্যিই অকল্পনীয় ব্যাপার।'' এ বিষয়ে বাসন্তী ব্লকের বিডিও সৌগত কুমার সাহা বলেন,সাধারণ মানুষ যাতে করে সরকারি প্রকল্পে আওতাধীন নাম নথিভুক্ত করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পায় তার জন্য রাজ্য সরকার দুয়ারের সরকার প্রকল্প চালু করেছে। সেই প্রকল্পে যাতে সাধারণ মানুষ নাম লেখাতে পারেন তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জায়গায় তিনবার করে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।' বড়িয়ায় অনুষ্ঠিত দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামালউদ্দিন লস্কর,চুনাখালি পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী বৈরাগী,উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র নস্কর, জেলা পরিষদের সদস্যা নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী দুলাল মাহাতো, কৃষ্ণ চন্দ্র মাহাতো,চুনাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক সুব্রত কুমার পাত্র, বিএলআরও বাসন্তী শংকর পাঁজা,সুদীপ্ত চ্যাটার্জি,দেবাশীষ বৈরাগী সহ অন্যান্যরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৮ জুন– ২৪ জুন, ২০২২

অগ্নি পরীক্ষা

রামায়ণে সীতার অগ্নি পরীক্ষা নিয়ে আজও বিতর্ক থামেনি। রাজ ধর্ম পালনের সেই নীতি ভারতবর্ষের মাটিতে নানা মহলে ধারাবাহিক ভাবে চর্চার বিষয় হয়ে এসেছে। একদা রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে যে রক্ত ক্ষয় ও সংঘর্ষের, আইনী লড়াইয়ের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও সম্পূর্ণ নিরাময় হয়নি। পুরাণের অগ্নি দেবতার নামাঙ্কিত অগ্নি মিশাইল সামরিক বাহিনীতে শক্তিশালী জায়গা করে নিলেও এবারে সেই অগ্নি নামের 'অগ্নি পথের' পরিকল্পনা দেশে যুব সমাজকে হঠাৎই অগ্নি পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকেও। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সেনা বাহিনীতে আরও তারুণ্যের ঢেউ তুলতে ১৭ থেকে ২১ বছরের যুবকদের চার বছরের জন্য নিয়োগের পরিকল্পনা করেছেন। চার বছর শেষে তারা চাকরিতে থাকবেন না। পরিবর্তে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে ১২ লক্ষ টাকা এবং নতুন কোনও চাকরিতে যোগ দানের সুযোগের ক্ষেত্রে একটু থাকবেন তারা। দেশের প্রায় প্রতিটি সংবাদ পত্রের প্রথম পাতায় এই 'অগ্নি পথ' পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন কেন্দ্র সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন। এর পরেই দেশ জুড়ে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। বিজেপি সহ অবিজেপি রাজ্যগুলিতেও চলছে তীব্র বিক্ষোভ এই অগ্নি পথের বিরুদ্ধে। 'অগ্নি পথে'র অশান্তির আঁচ পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ২১ থেকে ২৪ বছর অর্থাৎ ২ বছরের জন্য বয়েস বৃদ্ধি করেছেন। ভারত জুড়েই চলছে পক্ষ বিপক্ষের নানা অলোচনা। 'অগ্নি পথ' পরিকল্পনা নিয়ে আগে লোকসভায় আলোচনা হয়নি। এমনকি সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের মধ্যেও এই নিয়ে সুস্পষ্ট মত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের কর্মসংস্থান বাড়াতে এমন চট জলদি ভাবনা চিন্তা আকর্ষণীয় হলেও দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই 'সিভিক সেনা' নিয়োগ কতটা বাস্তব সম্মত তা অনেকটাই ভাববার বিষয়। এদেশে সাধারণত ১৫ বছর সেনাবাহিনীতে চাকরি করার পর বিপুল পরিমানের অর্থ ও চাকরির সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে এমন স্বপ্ন নিয়েই দেশের তরুণ সমাজ সেনাবাহিনীর চাকরিকে অত্যন্ত গৌরব জনক বলে মনে করে। দেশের সাধারণ নাগরিকদেরও সেনা বাহিনী এবং জওয়ানদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার জায়গা রয়েছে। যদি দেখা যায় স্বল্প সময়ের 'অগ্নি পথে'র অগ্নিবীররা দেশের শত্রু বাহিনীর সঙ্গে আপোষের পথে যায় কিংবা বিপজ্জনক ঝুঁকি থেকে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেদের সংবরণ করে তাহলে দেশের সার্বিক স্বার্থ ব্যহত হবে।

১২টি রাজ্যে 'অগ্নি পথে'র বিপক্ষে যে আন্দোলন চলছে তাতে বহু হতাহতের সংবাদ পাওয়া গেছে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে উঠেছে। ২৫০টির বেশি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। একের পর এক বহু ট্রেন দাউ দাউ করে আগুনে ঝলসে গেছে তবু ভারত সরকার কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিতে পারছে না। 'অগ্নি পথ' ক্ষোভের আগুন যে এমন বিপজ্জনক হতে পারে তা কি দেশের আভ্যন্তরিণ গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল না। রাজনৈতিক অবস্থান থেকে বলা হচ্ছে দেশের যুব সমাজকে ভুল বুঝিয়ে এই আত্মঘাতী আন্দোলন উসকে দেওয়া হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দেশের বেকারত্ব শোচনীয়। আগামী লোকসভার আগে লক্ষ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি শাসকদের তরফ থেকে দেওয়া হলেও কতটা বাস্তবায়িত হবে তা এদেশের লক্ষ লক্ষ বেকাররা অবহিত আছেন। যখন সারা দেশ জুড়েই নানা ক্ষোভ বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে তখন এই 'অগ্নি পথ' পরিকল্পনা নিয়ে সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জরুরি।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

তথাকথিত মানবসমাজ সাধারণত রাতে নিদ্রা ও যৌন সহবাস আর দিনে যতদূর সম্ভব অর্থোপার্জনে অথবা পরিবার প্রতিপালনের জন্য দোকানে কেনাকাটায় নিয়োজিত থাকে। ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা করা অথবা তাঁর সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করার সময় মানুষের নেই বললে চলে। কতভাবেই না তারা ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে, প্রাথমিকভাবে তাঁকে নিরাকার নির্বিশেষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূতিহীন ঘোষণা করে। যাই হোক, উপনিষদ, বেদান্তসূত্র, ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত আদি বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, গভবান সচেতন অস্তিত্বশীল পুরুষ এবং অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁর মহিমান্বিত ক্রিয়াকলাপ তাঁর থেকে অভিন্ন। সুতরাং সমাজের তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদদের নিরর্থক কাজের কথা বলা ও শোনায় প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, বরং তার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যে ক্ষণমাত্র সময় অপচয় না করে ভগবৎ কার্যকলাপে সে নিয়োজিত হতে পারে।

ফেসবুক বার্তা

অজুহাত নয়, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়!

আর্থিক সঙ্কটে ডুবে থাকা আফ্রিকার ঘানা দেশের এক স্কুলে বাচ্চাদের শেখানোর জন্য একটা কম্পিউটারও ছিল না। তাই, সেই স্কুলের শিক্ষক Richard Appiah Akoto ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে Microsoft Word এঁকে বাচ্চাদের শেখাতেন। এই খবর পেয়ে, বিল গেটস আপ্লুত হয়ে ঘানার সেই স্কুলে একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করে দেন, এবং সেই শিক্ষককে মাইক্রোসফট কোম্পানির তরফে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্র মানুষ কী সত্যিই দেবতাকে অপমান করতে পারে?

নির্মল গোস্বামী

ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে। হাতে, পায়ে, কপালে, উরুতে, শেষে মধ্যবক্ষে পেরেক মরা হল। ঈশ্বরের পুত্রের শরীরে তখনও ক্ষীণ প্রাণের স্পন্দন। জ্ঞান তখনও বিলুপ্ত হয়নি। তিনি তাঁর পিতার কাছে আবেদন করলেন যে, পিতা যেন এই ঘাতকদের ক্ষমা করেন। কারণ এরা অজ্ঞ, এরা নিজেরা জানেনা যে এরা কী পাপ করছে। অভিসম্পাত নয়, রাগ নয়, ঘৃণা নয়, প্রতিশোধ নয়, শরীরের মৃত্যু যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করে কিন্তু পিতার কাছে ঘাতকদের মঙ্গল কামনা করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তিনি যে সত্যই ঈশ্বরের পুত্র এরপর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে কী?

যারা ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের দূত বা ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি– যারা মানুষকে শুদ্ধ করতে, ঋদ্ধ করতে অজ্ঞনতা দূর করতে পৃথিবীতে জন্ম নেন মানুষের কলেবরে, তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা যারা করে তাদের ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব আছে বুঝতে হবে। মানুষের প্রতি বুকভরা প্রেম নিয়ে তাঁরা এই ধরণীতে আসেন। সেই প্রেম তাঁরা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। যাতে করে মানুষে মানুষে প্রেমের বন্ধন গড়ে ওঠে। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা দূর হয় একমাত্র প্রেমের প্রলেপে। নিত্যানন্দ প্রভুকে জগাই মাধাই মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল, তবুও তিনি বললেন, 'মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবনা'।

বুদ্ধদেব অঙ্গুরীমালের কাছে একটি ছাগ শিশুকে বলি দেওয়া থেকে বাঁচাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন প্রয়োজনে আমাকে বলি দাও কিন্তু ওই ছাগশিশুটিকে ছেড়ে দাও। শুধু মানুষের জন্য নয়, এই জগতের প্রত্যেকটা প্রাণীর জন্য প্রেম থাকে ঈশ্বরের বুকে।

একটি ছেলের অসুখ সারবে মিষ্টি খাওয়া ছাড়লে। হজরত কিন্তু তাকে সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি খাওয়া ছাড়তে বললেন না। এক মাস পরে আসতে বললেন। হজরত নিজে মিষ্টি ভালোবাসেন। তিনি এক মাস মিষ্টি না খেয়ে থাকলেন। তারপর ছেলেটিকে মিষ্টি খেতে বারণ করলেন। মিষ্টি না খেলে ছেলেটির কি কষ্ট হবে সেটা আগে নিজে অনুভব করলেন হজরত। মানুষের প্রতি কত জমাট বাঁধা প্রেম থাকলে তবেই এইরকম ব্যবহার আমরা পেতে পারি।

ফলে যাঁরা ঈশ্বরের অবতার, তারা মানুষের বেশে আসেন মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য। কারণ মানুষ মানুষের কাছ থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই

আধুনিক যুগে প্রত্যেকটা ধর্ম পদ্ধতিতে সাধন করে বুঝলেন যে যত মত তত পথ। জলেরও যা গুন 'পানি'র তাই গুন, আবার 'ওয়াটারে' জলের এবং পানির সব গুনই বর্তমান। তাই অ্যান্টনি কবিয়াল বললেন 'শুধু নামের ফেরে জগত ফেরে।' ফলে তোমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। 'তোমার খোদা যে আমার ঈশ্বর সে'। ফলে ধর্মজ্ঞানী যারা তারা কেউ কারোর ঈশ্বরকে অপমান কি করতে পারে? আর যারা অজ্ঞানী তাদের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমা তো আছেই। সেখানে মানুষের কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। মানুষ ঈশ্বরকে সম্মানিত করতে পারে না, আবার অপমান করতেও পারে না। মানুষের সাধ্য কি ঈশ্বরের বিকার ঘটানো!

গ্যালিভার যখন লিলিপুটদের দেশে গেল, তখন লিলিপুটরা হাজার হাজার তীর মারল গ্যালিভারের শরীরে। কিন্তু গ্যালিভারের তাতে কিছুই হল না। কারণ তাদের তীর গ্যালিভারের শরীর ভেদ করতেই পারল না। ঈশ্বরের কাছে আমরা লিলিপুটদের থেকেও ক্ষুদ্র জীব।' আর ঈশ্বর গ্যালিভারের থেকেও অনেক অনেক গুন বড়। ফলে আমরা শত চেষ্টা করলেও ঈশ্বরকে শারীরিক বা মানসিকভাবে হেনস্তা করতে পারব না।

সাধু সন্ত, সুফি, ফকির, দরবেশ এরা সাধারণ স্বার্থন্বেষী মানুষের কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। তাঁদের সম্পর্কে অনেকেই কটু কথা বলে, কিন্তু তাঁর হেসে উড়িয়ে দেয়। কারণ তাঁদের জগত আমাদের জগত থেকে অনেক উঁচুতে। মাটিতে পা থাকলেও তাঁরা সাধন মার্গের অনেক উচ্চভূমিতে বিচরণ করেন।

এই ঈশ্বরসম মানুষদের নিয়ে আমরা যখন মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি করি তখনই ঈশ্বর বোধহয় সব থেকে বেশি ব্যথিত হন। ঈশ্বর কথা প্রচার করতে যারা এই পৃথিবীতে এসে ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করে গেছেন তাঁরাও বোধ হয় ব্যথার সাথে হতাশ হন। যিশু ভাবেন আমার যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মৃত্যুর থেকে মানুষ কিছুই গ্রহণ করেনি। নিত্যানন্দ প্রভু ভাবেন আমার প্রেমের আনন্দবারিতে মানুষ সিক্ত হতে পারল না। হজরত ভাবেন আমার শান্তির বার্তার মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারল না মূঢ় মানুষেরা। বুদ্ধ ভাবেন আমার বাণী 'মা হিংসী' র অর্থ আজ উল্টে দিয়েছে পৃথিবীর মানুষ। তারা এই ধরণীকে হিংসা চাষের উর্বর জমিতে পরিণত করেছে। যখন ইচ্ছে, যেমন তেমন যুক্তিতে তারা আজ হিংসাকে জপমালা করে আক্রমণ করছে একে অপরকে।

দেশের রাজাকে যদি কেউ অপমান করে রাজা তার শাস্তি দেয়। এই তো রোদ্দুর রায় ইউটিউবে দেশের নেতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কটু কথা বলেছে তার জন্য সে গ্রেফতার হয়েছে। দেশের আইনে তার শাস্তি হবে। মোদী বিরুদ্ধে যারা বলছে এমন অনেক সাধারণ মানুষ, সমাজ কর্মী, সাংবাদিক আজ জেলবন্দী। মন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা আছে অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়ার।

ঠিক সেইভাবে আমরা জানি প্রতিটি ধর্ম মনে করে এই জগতের একজন রাজা আছে তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের নিয়মেই এই জগত সংসার, জন্ম, মৃত্যুর স্রোত চলে আসছে। তাঁর জগতে কেউ যদি বেনিয়ম করে তবে তিনিই তার শাস্তির বিধান করেন। খরা, বন্যা, সুনামী, ভূমিকম্প, দাবানল, অতিবৃষ্টি– এ সবই ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী ঘটে। মহাপুরুষরা যাঁরা ধর্ম প্রচার করেছেন তারা অমিত শক্তির অধিকারী তারা ইচ্ছা করলে জগতের নিয়মও পাল্টে দিতে পারেন। তাদের জীবৎদশায় তারা অনেক অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন। সেই সব মহাপুরুষদের যদি কেউ অপমান করে তবে তাদের শাস্তি দিতে মহাপুরুষরা কি অপারগ? দেবতার কাছে আশ্রয় করলে দেবতাই তার শাস্তি দেবে এই বিশ্বাস যাদের নেই, যারা নিজেরা শাস্তি দিতে পথে নামে হল্লা করে, অপর মানুষের ক্ষতি করে তারা আসলে তাদের দেবতার প্রতি বিশ্বাসহীনতাই প্রকাশ করে। তিনি যে সর্ব শক্তিমান একথা মুখে বললেও মনের গভীরে বিশ্বাস করে না। গোমাংস খাওয়া যদি অপরাধ হয়, তবে যে ধর্মের কাছে সে অপরাধী সেই ধর্মের যিনি উদগাতা তিনিই তাকে শাস্তি দেবেন আমরা দল বেঁধে তার ফ্রিজ দেখতে যাবো কেন? আবার হজরতকে যদি কেউ অপমান করে থাকে হজরত তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবে। আমরা পথে নেমে হল্লা করবো কেন? প্রচুর ধর্ম বিশ্বাসীরা সব কিছু ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেয়। আর যারা ধর্মকে ব্যবহার করে তারা নানান স্বার্থে, তারাই ঈশ্বরের হয়ে পথে নামে। মন্দির, মসজিদে খুঁজে বেড়ায় এমন কিছু উপকরণ যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা যায়। রাজনীতির আসরে যা কাজ দেবে। এই হীন স্বার্থের মধ্যে, ঈশ্বরকে টেনে আনা কতবড় অপমান তা কি কর্মকর্তারা ভেবে দেখেছেন।

বাঘের ভয়ে জঙ্গল জীবন ছেড়ে পদ্মচাষে কামাল মৎস্যজীবীর

সুভাষ চন্দ্র দাশ: সুন্দরবনের ঝড়খালি কোস্টাল থানার অন্তর্গত মাত্র দুকাঠা জমিতে সর্বপ্রথম পদ্ম চাষ করে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হওয়ার দিশা দেখালেন এক মৎস্যজীবী। একসময় জীবন জীবিকার জন্য সুন্দরবন জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘের ভয় কে উপেক্ষা করে সুন্দরবনের গহন জঙ্গলে মাছ–কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি কোস্টাল থানার অন্তর্গত ঝড়খালি ২ নম্বর গ্রামের বাসিন্দা সুকুমার সানা ওরফে লাটু। দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর জঙ্গল জীবনে মাত্র একবার সুন্দরবনের দক্ষিণরায়ের সম্মূখীন হতে হয়েছিল। কোনও প্রকারে জীবন বাঁচিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছিলেন প্রাণ নিয়ে। তারপর ইতিহাস। আর একবারও সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ–কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার কথা মুখে আনতেন না। কী করে সংসার চালাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না সুকুমার।বিগত বছর তিন চার আগে হুগলি জেলার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন বেড়াতে। সেখান থেকে একটি পদ্মফুলের মূল এনে নিজের পুকুরে বসিয়েছিলেন অনেক আশাভরসা নিয়ে। কোনও প্রকার ব্যয় ছাড়া পদ্মফুল চাষ করে আশার আলো দেখতে থাকেন সানা

পরিবার।

তারপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।মাত্র ২ কাঠা একটি পুকুরে ভরে ওঠে পদ্ম বাগান।মাছ–কাঁকড়া ধরার জন্য সুন্দরবন জঙ্গলে যাওয়ার কথাও ভুলতে বসেছিলেন।এরপর পুকুরে ফুটে ওঠে একের পর এক পদ্মফুল।প্রতিদিনই গড়ে প্রায় ২০/২৫ টি পদ্মফুল বিক্রি করতে থাকেন কুড়ি টাকা করে প্রতিটি ফুল।ধীরে ধীরে আয় বাড়তে থাকে। বাসন্তী থেকে ফুল ব্যবসায়ীরা সুকুমার সানার বাড়িতে গিয়ে ফুল কিনে নিয়ে আসেন।ফুলের পাশাপাশি পদ্মের পাতা,গাছের মূল,এমন কী পদ্মফুল ফুটে যাওয়ার পর তার বীজ সহ বৃন্তও বিক্রি হতে থাকে। গড়ে প্রতিদিনই আয় ২০০ টাকা। সুকুমার সানা ওরফে লাটুর কথায় একটি পদ্মফুল ২০ টাকায় বিক্রি হয়,পদ্মপাতা ২ টাকা,ফুটে ঝরেপড়া পদ্ম ফুলের বীজ সহ বৃন্ত ৩০ টাকা এবং পদ্মফুলের মূল পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হয়।বছরে দশ মাস ফুল ফোটে। খরচ একেবারে নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র শ্রাবণ আর ভাদ্র মাসে ফুল হয় না। বিগত দিনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে ভাবে সুন্দরবন জঙ্গলে মাছকাঁকড়া ধরতে যেতাম,তাতে জীবন সংশয় থাকে। বাড়িতে বসে পদ্মফুল চাষ করে বছরে প্রায় ৬০ হাজার টাকা উপার্জন হয়। ভালো মতোই সংসার চালিয়ে নিতে পারি। আগামী দিনে আরো বেশি করে পদ্মফুল চাষ করার ইচ্ছা রয়েছে। সরকারি ভাবে সহযোগিতা পেলে সেটা সম্ভব হবে।

তিনি আরো বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবন জঙ্গলে না গিয়ে প্রায় বিনা ব্যয়ে পদ্মফুল চাষ করলে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব।আগামী দিনে যদি মৎস্যজীবীরা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাহলে আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে যেতে হবে না।

দেশ দেশান্তরে

মাসতুতো ভাই

প্রণব গুহ

চিন এবং পাকিস্তান চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্যে তাদের প্রতিরক্ষা এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত হয়েছে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া তাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও দৃঢ় করতে চিনা সামরিক নেতৃত্বের সাথে ইতিমধ্যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

জেনারেল বাজওয়া, শীর্ষ পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে গত রবিবার পূর্ব চিনের শানডং প্রদেশের রাজধানী শহর কিংডাওতে ভাইস চেয়ারম্যান সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশন জেনারেল ঝাং ইউক্সিয়ার নেতৃত্বে চিনা দলের সাথে আলোচনা করেছেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক বিবৃতি বলছে, পাকিস্তানের ত্রি–সেবা সামরিক প্রতিনিধিদল ৯ থেকে ১২ জুন পর্যন্ত চিন সফর করে যেখানে তারা চিনা সামরিক এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তৃত

আলোচনা করেছে, উভয় পক্ষই আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছে এবং দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, উভয় পক্ষই ত্রি–পরিষেবা স্তরে তাদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সহযোগিতা বাড়াতে অঙ্গীকার করেছে, চিন এবং পাকিস্তান সব আবহাওয়ার কৌশলগত সহযোগী অংশীদার, জেনারেল ঝাং বলেছেন যে কয়েক বছর ধরে, উভয় পক্ষই ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রেখেছে এবং একে অপরের মূল স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে একে অপরকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। আলোচনা চলাকালীন জেনারেল ঝাং বলেন, চিন যোগাযোগ, সহযোগিতা জোরদার করতে পাকিস্তানের সাথে বাস্তবসম্মত আদান–প্রদান গভীর করতে এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতির জটিল বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে ইচ্ছুক, যাতে সামরিক–থেকে–সামরিক সম্পর্ককে আরও উন্নয়নের জন্য এগিয়ে নেওয়া যায়। বৈঠকে উভয় পক্ষই এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের শাটল ভ্যানে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করেছে এবং জোর দিয়েছিল যে চিন–পাকিস্তান বন্ধুত্বকে ক্ষুণ্ণ করার যে কোনও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

প্রসঙ্গত, ২৬ এপ্রিল করাচির মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের একটি ভ্যানে বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এর বোরখা পরিহিত মহিলা আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটায় তিন চিনা শিক্ষক নিহত হন। বিচ্ছিন্নতাবাদী বিএলএ বলেছে যে তারা পাকিস্তানের সম্পদ–সমৃদ্ধ বেলুচিস্তান প্রদেশে চিনা বিনিয়োগের বিরোধিতা করে, এতে স্থানীয়দের কোনো লাভ নেই। পাকিস্তানি তালিবানদের মতোই বিএলএ অনেকবার চিনা নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করেছে। চিন বেলুচিস্তান প্রদেশ সহ পাকিস্তান জুড়ে বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পে ব্যাপকভাবে জড়িত।

জেনারেল বাজওয়া বলেছেন যে পাকিস্তান–চিন বন্ধুত্ব অটুট এবং শক্ত। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি যেভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন পাকিস্তান যেকোনো সময় চিনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে পাকিস্তান চিনা সামরিক বাহিনীর সাথে সংলাপ এবং সমন্বয় বাড়াতে, পারস্পরিক উপকারী সহযোগিতা চালাতে, সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে দমন করতে, বিভিন্ন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উভয় পক্ষের সক্ষমতা উন্নত করতে সচেষ্ট, দুই দেশের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করতে প্রস্তুত। দেশগুলি, এবং আঞ্চলিক শান্তিতে অবদান রাখে। এই সফরটি ছিল পাক–চিন জয়েন্ট মিলিটারি কো–অপারেশন কমিটির (PCJMCC)–এর শীর্ষ কমিটি হল সর্বোচ্চ সামরিক সহযোগিতা সংস্থা। কমিটির দুটি সাব কমিটি রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে জয়েন্ট কো–অপারেশন মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স (জেসিএমএ) এবং জয়েন্ট কো–অপারেশন মিলিটারি ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং (জেসিএমইটি)। পাকিস্তান সামরিক সরঞ্জামের জন্য চিনের উপর নির্ভর করে এবং সম্প্রতি বেইজিং ফ্রান্সের কাছ থেকে রাফালে জেট কেনার পর ভারত যে কৌশলগত অগ্রগতি অর্জন করেছিল তার ভারসাম্য বজায় রাখতে J–10 যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল আঞ্চলিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাদের বহুমুখী সহযোগিতা আরও গুরুত্ব পেয়েছে।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে ফের চিন–পাকিস্তান কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। পাকিস্তান মুখ ফিরিয়ে নিলেও চিন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে মরিয়া। এই অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে পশ্চিমাদের উদ্বেগ সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সব ক্ষেত্রেই স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্দেশ্য পাকিস্তানে ভারত সীমান্ত বরাবর পরিকাঠামোয় বিপুল চিনা বিনিয়োগ বজায় রাখা।

পাঠকের কলমে

গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মাথা ব্যথার কারণ

গত ৫৬/২৮ সংখ্যায় 'গণতন্ত্রের আকাশে সিঁদুরে মেঘ'! নামক নিবন্ধে যে দুশ্চিন্তার মেঘের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ওঙ্কার মিত্র তা যথার্থই গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মাথা ব্যথার কারণ হিসাবে দেখা দিলেও খুব আশ্চর্য হবার নয়। কারণ এদেশে গণতন্ত্র স্বাধীনতার শুরু থেকেই নেহেরুর দুর্মতিতে শুরু হয়েছে।

নেহেরু দেশের সর্বনাশের মালা গাথার জন্য দেশ ভাগ করেছেন। সাধারণ মানুষের ভাবনা চিন্তাকে এক কানাকড়ি দাম দেন নি। কাশ্মীর নিয়ে যা করা হয়েছিল তা সারা জীবনের সর্বনাশা দগদগে ঘা হিসেবে ভারতবাসীর সর্বনাশ করে চলেছে। গণতন্ত্র গ্যারাতন্ত্রী বীজ হিসাবেই আমাদের দেশে বপন করা হয়েছিল। গ্যারাতন্ত্রের বিষ বাষ্পে গোটা দেশের আকাশ বাতাস দূষিত হয়ে ক্রমশই দূষণ মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। এই দূষণের ঘা থেকে আদালতও রেহাই পায়নি। পুলিশের কথা তো বাদই দিলাম।

আদালতে কী সুবিচার হয়? তারিখের পর তারিখের ধ্বজা তুলে বিচার ব্যবস্থা বিপন্ন। আদালতকে মানুষ আর মনে প্রাণে মান্যতা দেয় না। তাই মানুষ আইন নিজের হাতেই তুলে নেয়। বিচারকরা মানুষের কথা আদৌ চিন্তা করে না। তাই গোটা আদালতই পড়ে আছে বে–আইনের জটাজালে। নির্বাচন কমিশন মেরুদণ্ডহীন। তাই রিগিংয়ের রমরমা চলে। নেতা–নেত্রীরা দুহাত ভরে দুর্নীতির ফসল আচল ভর্তি করে অনন্ত সুখে থাকার চেষ্টা করে চলেছে। সংবাদ পরিবেশনেও রয়েছে গলদ। গণতন্ত্র গ্যারাতন্ত্রের সমুদ্রেই ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনও নেতাই দেশের প্রকৃত মঙ্গল চায় না।

মধু দাস, যাদবপুর

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

যমুনার শ্মশানযাত্রার

প্রথম পাতার পর

অথচ ষোড়শ শতাব্দীতে এই যমুনা ছিল প্রবল তরঙ্গশালী, ক্রমবর্দ্ধিতায়তনী, সমুদ্রগামিনী এক প্রচণ্ড নদী। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এর 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এর সত্যতা পাওয়া যায়। একদা এই নদীতেই পর্তুগীজ দস্যুর সঙ্গে যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের নৌসেনাবাহিনীর সঙ্গে এক যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। তাতে কারাভালো নিহত হন। যিনি ছিলেন সেই নৌসেনাবাহিনীর অন্যতম প্রধান। আবার আকবরের সেনাপতি মান সিংহর সঙ্গে যশোররাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে এই নদীপথেই নৌবহর নিয়ে অগ্রসর হন। এই যমুনাপথেই নৌযানে চৌবেড়িয়ার দীনবন্ধু ভবনে আসতেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রমুখ স্বনামধন্য প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব বর্গ। সে সব শুধু আজ স্মৃতিমেদুর গল্পগাথা। কারণ, চারঘাটের কাছে টিপিতে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল ও ত্রিবেণীর কাছে যমুনার উৎস মুখ পলি পড়ে ভরাট হওয়ার কারণে সেখানে আজ ঘরবাড়ি তৈরি সহ চাষ–আবাদ হচ্ছে। নদীর নিকাশি ব্যবস্থাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এককালের স্রোতস্বিনী যমুনাকে দেখে আজ মনে খুব শীঘ্র সঙ্ঘটিত হতে চলেছে যমুনার শ্মশানযাত্রা।

দীর্ঘদিন অর্ধসমাপ্ত

প্রথম পাতার পর

তবে ক্যানিং এসডিপিও অফিসটি স্থায়ী ভাবে নব নির্মিত ভবনের কাজ শুরু হয় ক্যানিং মহকুমা শাসক ভবনের পাশের জমিতে। ভবনের কাজটি হতে হতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ফলে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে নব নির্মিত ক্যানিং এসডিপিও অফিস ভবনটি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে ক্যানিং মহকুমায় বহু সরকারি দফতরগুলি ভাড়া বাড়িতে চলছে। ক্যানিং মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগ থেকে শুরু করে ক্যানিং এসডিপিও অফিস, ক্যানিং–১ আইসিডিএস দফতর সহ একাধিক সরকারি অফিস ভাড়া বাড়িতে চলছে পর্যাপ্ত সরকারি জমি থাকা সত্ত্বেও। ফলে প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে সরকারের। স্থানীয় মানুষজন ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে বলেন, ক্যানিং মহকুমা বহু সরকারি অফিস গুলি ভাড়া বাড়িতে চলছে সরকারি পর্যাপ্ত জমি থাকা সত্ত্বেও। এমনকি সরকারি জমিতে অবৈধ ভাবে জবরদখল করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে দোকানপাট। বিভাগীয় দফতরগুলি জেনে শুনে নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে। ক্যানিং মাতলা –১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা মৌজায় এক নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ছিল ঐতিহাসিক খাস মহল দফতর। আর এই খাস মহল দফতরের ভবনে ক্যানিং–২ বিডিও অফিসের কাজ চলতো। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে ক্যানিং–২ বিডিও অফিসটি হস্তান্তরিত হয় জীবনতলায়। এরপর এই খাস মহল দফতর ভবনে ১৯৯৬ সালে চালু হয় ক্যানিং এসডিপিও কার্যালয়টি। কিন্তু খাস মহল দফতর বিল্ডিংটি ভগ্নদশা হয়ে পড়লে ক্যানিং আমড়াবেড়িয়া এলাকায় ভাড়া বাড়িতে চলে যায় ক্যানিং এসডিপিও কার্যালয়টি। ফলে আজও ভাড়া বাড়িতে কাজ চলছে ক্যানিং এসডিপিও অফিসটি। বর্তমানে নব নির্মিত ক্যানিং এসডিপিও কার্যালয় ভবনটির কাজ শুরু হলেও তা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায়। এ বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন নব নির্মিত ক্যানিং এসডিপিও কার্যালয় ভবনের কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ আছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

মৎস্যজীবীদের চক্ষু পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা অঞ্চলের পুরাতন চাঁদনী গ্রামে ক্যানিং মিলন সংঘের আয়োজনে এবং রাহুল সেবা সোসাইটি সহযোগিতায় দুঃস্থ জেলে সম্প্রদায়ের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও ছানি অপারেশন। এদিন প্রায় ৩০০ জেলে সম্প্রদায়ের পরিবার বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করেন। ক্যানিং পুরাতন চাঁদনী গ্রামের পাশে ক্যানিং মাতলা নদী। আর এই মাতলা নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে এদের জীবিকা। ফলে এই শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে খুশি জেলে সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন

মাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম দাস, পঞ্চায়েত সদস্য নিতাই সূতার, বিকাশ মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবক নীলকণ্ঠ দাস, আমানুল্লা মোল্লা প্রমুখ। রাহুল সেবা সোসাইটির কর্ণধার আমানুল্লা মোল্লা বলেন দুঃস্থ জেলে সম্প্রদায়ের জন্য এই বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির, ছানি অপারেশন এবং বিনামূল্যে চশমা প্রদানের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৩০০ জন জেলে সম্প্রদায়ের মানুষজন এদিন চক্ষু পরীক্ষা করায়।

বকখালিতে স্থায়ী ভবনের দাবি

প্রথম পাতার পর

যেখানে মোহনা নামে একটি ভবন আছে। জেলা পরিষদের নিজস্ব সার্কিট হাউস হলে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে যেমন কাজে লাগবে তেমনই পর্যটকদের ভাড়া দিলে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলও মজবুত হবে। দুটি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে জমি কোনও সমস্যা হবে না। কারণ গঙ্গাসাগর, বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ জমির সমস্যা সহজেই সমাধান করতে পারবে। সূত্রের খবর জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা বলেছেন, প্রস্তাব দুটি গুরুত্ব দিয়ে তিনি খতিয়ে দেখবেন।

প্রয়াত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন রবিবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত পাইওনিয়ারের বাসিন্দা সাংবাদিক অলোক মিত্র। তিনি ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রেস ক্লাব ওয়েলফেয়ার কমিটির কার্যকরী সদস্য। দীর্ঘদিন গাঙ্গেয় বার্তা পাক্ষিক সংবাদপত্রে কাজ করার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ফ্রিল্যান্সও করেছেন। বারাসত কাঙাল হরিনাথ লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির অন্যতম সদস্য ছিলেন অলোক মিত্র। নিজের পাড়ায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক

কাজেও যুক্ত থাকতেন এই সদালাপী সাংবাদিক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী শুচিস্মিতা মিত্র, কন্যা অঙ্কিতা সহ জামাই এবং দুই নাতনিকে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুনর্মূল্যায়ণে 'ম্যাজিক' দেখবে বঙ্গবাসী

দেবাশিস রায় : এতদিন যা হয়নি, বিপথগামী নবীন প্রজন্মের সৌজন্যে এবার তাই দেখল বঙ্গবাসী। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যজুড়ে যেভাবে অসফল পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়ায় প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপ বাড়িয়ে দেয়, তা দেখে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার একটা নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিতে কার্যত বাধ্য হল। আগে এক্ষেত্রে দু'টির বেশি উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীরা পুনর্মূল্যায়ণের সুযোগ পেত না। এবার রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রকের নজিরবিহীন সিদ্ধান্তে পরীক্ষার্থীরা এখন সবক'টি উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ণের জন্য আবেদন করতে পারবে। অর্থাৎ রাজ্যজুড়ে যেসকল অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী পাশ করানোর দাবিতে রাস্তায় বসে পড়ে অভূতপূর্ব তুমুল বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাদের ক্ষেত্রে অনেকখানিই সুফলদায়ক হবে বলে বিস্ময়ের সঙ্গে বিভিন্ন মহল অভিমত প্রকাশ করেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে তাই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে শিক্ষা মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত থেকেই মাসখানেকের মধ্যেই বঙ্গবাসী আরও একটা নতুন 'ম্যাজিক' দেখবে। শিক্ষার্থীদের একাংশের অভিভাবক এবং শিক্ষক সহ একাধিক মহলের অভিমত সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার যেরকম সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাতে অত্যন্ত সাধারণ মেধার ছাত্রছাত্রীরা একটু নিয়ম মেনে পড়াশোনা করলেই পরীক্ষায় পাশ করাটা পরীক্ষার্থীদের একেবারে হাতের মুঠোয়। আর করোনা পরিস্থিতিতে তো বিগত কয়েকটা বছরে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা রাজ্য সরকার আরও সরলীকরণ করে দেওয়ায় পরীক্ষার্থীরা অভূতপূর্ব সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। এত

কিছুর পরেও কোনও পরীক্ষার্থীর ফেল করাটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকই শুধু নয়, পারতপক্ষে প্রশ্ন জাগে পড়ুয়াদের নিজের প্রতি যথাযথ নিষ্ঠা সহকারে দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য পরায়ণতা পালন প্রসঙ্গে। রাজ্যজুড়ে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে একাধিক প্রকল্প চালু হয়েছে। উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যও রয়েছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প। প্রায় সব প্রকল্পের সঙ্গেই মোটা টাকা অনুদান কিংবা সহায়তা জড়িয়ে রয়েছে। এতকিছু সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার মান দিনের পর দিন নেমে যাওয়ায় বিস্মিত আর যাই হোক শিক্ষাক্ষেত্রের মান যে বাড়ছে না এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ঝকঝকে মোড়কে হাজির নতুন প্রজন্মের এই শিক্ষার্থীদের ভিতরটা গোঁজামিলে ভরা। এজন্য দায় কার; এখন এটাই কোটি টাকার প্রশ্ন কেউ বলেন দায়ী অভিভাবকরা। আবার এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা শিক্ষক সমাজের দিকে বল ঠেলে দায় এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন। অন্যদিকে, অনেকেই বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বেহাল শিক্ষাব্যবস্থা সহ নানান জনবিরোধী সরকারি সিদ্ধান্তের দিকে আঙুল বিভিন্ন মহল। জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষায় পাশ করা অসংখ্য পরীক্ষার্থীরা এখনও নিজের নামের অর্থটাই জানে না। অতি সাধারণ বাংলা কিংবা ইংরেজি বানান বলতে গিয়ে দশবার হোঁচট খায়। বহুমূল্যের স্মার্টফোনের সাহায্যে বন্ধুবান্ধব সহ আত্মীয় পরিজনদের পাঠানোর জন্য ইংরেজি হরফে মেসেজ টাইপ করতে গিয়ে তারা যেসব উদ্ভট বানানের আবিষ্কার করছে তাতে তুলে আসর গরম করে তোলেন। অর্থাৎ, এদিক থেকে সেদিক দোষারোপের পালা চলতে থাকার মধ্যেই নতুন প্রজন্মও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে নতুন প্রজন্মের একটা বড়ো অংশের ওপরে যে অভিভাবক সহ শিক্ষক মহলের আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই এটা সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণিত। এমনকি, এটা সরকার কিংবা প্রশাসনেরও নজর এড়িয়ে যায়নি। তবেই তো শিক্ষার মতো সংবেদনশীল একাধিক বিষয়কে প্রতিনিয়ত রাজনীতির ছাঁচে ফেলে উদ্ভট সব সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়ে সরকার তার বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধি ঘটাতে সদাই তৎপর। আগামী ৯–১০ মাসের মধ্যে রাজ্যব্যাপী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার কথা। ঠিক তার আগে যদি কোনও অপ্রীতিকর কিংবা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষের কাছে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে সেটা তো তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী লড়াইয়ের কাছে নিঃসন্দেহে অস্বস্তিদায়ক হবে। অগত্যা ভরসা সেই 'ম্যাজিক'! যা কিনা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সন্ধিক্ষণে নেওয়া প্রতিটি সরকারি সিদ্ধান্ত আমজনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারবে যেমনটা দেখা যাবে এবারে উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ণের অভাবনীয় অভূতপূর্ব নজিরবিহীন সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে। ব্যস! আর তো মাসখানেকের অপেক্ষা। তারপরই গিলি গিলি গে! ম্যাজিক!

কল সারাতে ডেপুটেশন

প্রথম পাতার পর

আর গ্রামের এই সব সমস্যার সমাধানের একমাত্র অরাজনৈতিক মুখ এপিডিআর। আর তাদের পক্ষ থেকে বুধবার কুলতলি বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এপিডিআরের জয়নগর শাখার পক্ষ থেকে। এদিন এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের জেলা সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জয়নগর শাখা সম্পাদক মিঠুন মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন কুলতলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী

এপিডিআরের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে তক্ষনাৎ দুটি অকেজো কল মেরামতের নির্দেশ দেন। এবং বলেন সরকারি অর্থের অভাব থাকায় বাকি গুলো এখন মেরামত করা সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের এক আধিকারিক বলেন, ২০২৪ সালের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয়জল সরবরাহের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আর কুলতলির এই সমস্যা রায়দীঘির অধীন তাই আমরা কিছু বলতে পারবো না।

শিক্ষিকা হবার লক্ষ্যে প্রিয়াঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান শহরের রংপুর চাষিমানা, শ্রীপল্লি এলাকার ছাত্রী। খেতমজুর পরিবারের কন্যা প্রিয়াঙ্কা আদক। বর্ধমান বিদ্যাথী ভবন গালর্স হাইস্কুল থেকে এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। অভাব অনটনের মধ্যেও রীতিমতো পড়াশোনা করে সে রাজ্যে মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১। অভাবনীয় সাফল্য। সব বিষয়ে লেটার পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সে বাংলায় পেয়েছে ৯৭, ইংরাজিতে ৮৭, ভূগোল ৯৮, দর্শন বিদ্যা ৯৯, নিউট্রিশন ৯৯, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ৯৮। মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত

করতে গেলে প্রয়োজন অর্থের। সাধ থাকলেও সাধ্য নেই বাবার। প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছে, সে ভূগোল নিয়ে পড়ে ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হয়ে সংসারের অভাব কিছুটা দূর করতে চায়। তার বাবা বিমল আদক, মা ঝুমা আদক, ঠাকুমা দুর্গা আদক। একমাত্র ভাই ক্লাস এইটে পড়ে। চার চারটি গৃহশিক্ষক ছিল। তবে এক–দুজন ছাড়া কেউই পয়সা নিতেন না। কিন্তু তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটে ভাল নয়। সেও মাঝে মাঝে ক্ষেতে যায় বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করতে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি বিমলবাবুর। প্রথম থেকেই পড়াশোনায় তুখোর প্রিয়াঙ্কা। প্রিয়াঙ্কা বলেন, উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফল হবে আশা করেছিলাম, কিন্তু মেধা তালিকায় একেবারে অষ্টম স্থানে উঠে আসবে ভাবিনি। সে বর্ধমানে বিবেকানন্দ কলেজে প্রিয় বিষয় ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক। অবসর সময়ে আঁকতে ভালবাসে। স্থানীয় বিধায়ক নিশিথ কুমার মালিক, বিডিও অভিরূপ ভট্টাচার্য বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন।

চন্দনকাঠ সমেত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : টোটো করে ঝাড়খণ্ড থেকে মুর্শিদাবাদে বিক্রি করতে যাওয়ার সময় এসটিএফ ও মুরারই থানার যৌথ অভিযানে রঘুনাথপুর রাইস মিলের কাছে টোটোয় থাকা চার বস্তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কেজি চন্দন কাঠ সমেত দুজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হলো – রবি শেখ এবং আব্দুল হাই। বাড়ি ঝাড়খন্ডের মহেশপুর থানার বরকেয়ারি গ্রামে। ধৃতদের ৩ জুন রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে চোদ্দো দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দুবরাজপুরে নিষিদ্ধ হচ্ছে প্লাস্টিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পয়লা জুলাই থেকে দুবরাজপুর পুরসভায় নিষিদ্ধ করা হচ্ছে প্লাস্টিক। ৭৫ মাইক্রনের বেশি এবং ব্র্যান্ডেড প্লাস্টিক ব্যাগ ও থার্মোকলের সামগ্রী ব্যবহার না করা হলে পুর কর্তৃপক্ষ ৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ফাইন বা জরিমানা করতে বাধ্য হবে। এই নিয়ে বুধবার সকাল থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হয় দুবরাজপুর শহরে। এদিন শুধুমাত্র সতর্ক করা হয় দোকানদারদের। আগামী পয়লা জুলাই থেকে জরিমানা কার্যকর করা হবে।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুসারে আবারও শুরু হলো দুয়ারে সরকার ক্যাম্প।। সোমবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–২ ব্লকের সারেঙ্গাবাদ অঞ্চলের ভবানন্দ বুথে। এদিন আদিবাসী প্রান্তিক মানুষদের জন্য বিশেষ দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। দুয়ারে সরকার কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক আজার জিয়া, ক্যানিং–২ বিডিও প্রণব কুমার মন্ডল, ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক সওকাত মোল্লা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আদিবাসী নৃত্যের ছন্দে সুন্দরবনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। এদিন ক্যানিং–২ বিডিও প্রণব কুমার মন্ডল বলেন, দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের

মাধ্যমে আদিবাসী সহ প্রান্তিক মানুষেরা সুযোগ সুবিধা পাবে খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, কৃষক বন্ধু, এসটি এসসি এবং ওবিসি সার্টিফিকেট ,লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ একাধিক প্রকল্পে। এদিনের দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধর্মরাজ মন্দির থেকে ফেরার সময় রাজনগরের খোসবাজারে ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে মারা যায় দশ মাসের রোজি বাউড়ী। মা সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার বিকেলে তকিপুর তৃণমূল কার্যালয়ে বাবলা গাছ ভেঙে পড়ে জখম হয় সাতজন। রাতে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় সোহরাব মিধা। কুসুম্বা গ্রামে গোরু চড়াতে গিয়ে ছেঁড়া বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় খুশি লেট। তারে কাপড় মেলতে গিয়ে দুবরাজপুর পুরসভার সাত নং ওয়ার্ডে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা ও মেয়ে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে
শিশু কিশোর আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত
স্মরণে
রবীন্দ্র-নজরুল
২৫-২৬ জুন ২০২২

২৫ জুন ২০২২ রবীন্দ্র স্মরণে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রভাবনা বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা
ক-বিভাগ) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা— ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি। খ-বিভাগ) রবীন্দ্রনাথের কৃষিভাবনা— নবম ও দশম শ্রেণি। গ-বিভাগ) রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনা— একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি।
২৬ জুন ২০২২ নজরুল স্মরণে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
ক-বিভাগ) নজরুল ইসলামের সম্প্রীতি বিষয়ক কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি।
খ-বিভাগ) 'বিদ্রোহী' কবিতার অংশবিশেষের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা— নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি
আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট জেলা/মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে ২৪ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
কলকাতার ক্ষেত্রে— শিশু কিশোর আকাদেমি। রবীন্দ্রসদন (তৃতীয় তল)। যোগাযোগ- ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০

মহানগরে

টালিগঞ্জ নাগরিক সভায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টালিগঞ্জের আদর্শ বিদ্যাপীঠে গত ৯ জুন সন্ধ্যায় নাগরিক কনভেনশনের আলোচনায় নানা সমস্যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভাপতি কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ সাহা সভা পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেও মূল আলোচ্য বিষয় ছিল রেল দফতরের তুঘলকি কান্ড ও হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়ে। রাজীব শিকদার, বাপী ঘোষ তীব্র সমালোচনার ঝড় তোলেন। কমল বসু বলেন, হাসপাতালে ওষুধ ঠিকমতো পাওয়া যায় না। এতে রোগীরা বিপাকে পড়েন। নিকাশি ব্যবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, কারণ রাস্তা উঁচুতে উঠছে। বসত বাড়ি নীচে নেমে যাচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয় রায় নাগরিকদের একত্র হবার আহ্বান জানান। আশিস বসু বলেন, সংখ্যায় কম হলেও নাগরিকরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানালে অবশ্যই প্রশাসনের টনক নড়বে। টালিগঞ্জ স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে হলে প্রাণ হাতে করে রেল লাইন দিয়ে দীর্ঘ পথ ধরে হাঁটতে হয়। দুর্গাদাস সরকার বলেন, রেলে বলা হয় সেফটি ফার্স্ট, টালিগঞ্জে সেফটি বলে কিছু নেই। সেফটি বিভাগ কেন চুপচাপ হয়ে আছে।

কেরোসিনের কাছে ডিজেল পরাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : অকল্পনীয় ঘটনা। ডিজেলের থেকেও সাধারণ নীল কেরোসিন তেলের দাম বেশি হতে চলেছে। জুলাই মাসেই এ ঘটনা ঘটতে চলেছে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিগত ছয় থেকে আট মাস যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ নীল কেরোসিন তেলের দাম প্রতি মাসে লিটার প্রতি কমবেশি ৪ টাকা থেকে সাড়ে ৪ টাকা করে বাড়াচ্ছে। চলতি জুন মাসেই লিটার প্রতি ৪ টাকা ৪৬ পয়সা বাড়িয়েছে। ফলে, চলতি জুন মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল যা কলকাতা – বিধাননগরের স্থানীয় বিক্রেতার কাছে পৌঁছেছে, তার দাম হয়েছে গত মে মাসের লিটার প্রতি ৮৭ টাকা ০৭ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯২ টাকা ৩০ পয়সা। এরমধ্যে ৫ শতাংশ জিএসটি রয়েছে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে কলকাতায় লিটার ডিজেলের দাম ৯২ টাকা ৭৬ পয়সা (ইন্ডিয়ান অয়েলের দর)। সামনের জুলাই মাসেই ডিজেলের এই দরকে টপকে যাবে সাধারণ নীল কেরোসিন তেল।

রাতে বন্ধ সম্প্রীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলায় ক্রমবর্ধমান পথ দুর্ঘটনা এড়াতে সম্প্রীতি উড়ালপুল রাতে বন্ধ রাখার বিষয় সিদ্ধান্ত নিল পুলিশ। উল্লেখ্য, কলকাতা পুর এলাকার গার্ডেনরিচ উড়ালপুল, এজেসি উড়ালপুল, মা উড়ালপুল, চিংড়িহাটা উড়ালপুলে রাত ১০ টার পর দু'চাকার বাইক ওঠা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। ঠিক যে রূপে মহেশতলার সম্প্রীতি উড়ালপুলে বারংবার দুর্ঘটনা ঘটছে এবং তাতে প্রাণহানিও ঘটছে। তাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়ার পর ঘুম ভাঙলো স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের। মহেশতলা ট্রাফিক গার্ড এবং মহেশতলা থানার যৌথ উদ্যোগে উড়ালপুলে পথ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যই ১২ জুন রবিবার রাত থেকে অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ সম্প্রীতি উড়ালপুল রাত ১১ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত সমস্ত রকম গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

রাজ্যে ৭৫ মাইক্রন প্লাস্টিক নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকা সহ সারা রাজ্যে ১ জুলাই থেকে ৭৫ মাইক্রনের নিচে কোম্পানির ছাপবিহীন প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পরিবেশ দূষণ রোধে পরিবেশকে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক রাখতে রাজ্য সরকার আগামী মাস থেকে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে। আগামী পয়লা জুলাই থেকে রাজ্যে ৭৫ মাইক্রনের নিচে থাকা কোম্পানির ছাপবিহীন প্লাস্টিক ব্যাগের কোনও কেনাবেচা বা ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেউ এই নিয়ম লঙ্ঘন করে তবে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও রাজ্য পরিবেশ দফতর ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার ওপরে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে রাজ্য জুড়ে প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ও কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, রাজ্যে যে ১০২৪ টি প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির কারখানা (কলকাতা পুর এলাকায় একটিও নেই) আছে। তাদের ৭৫ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরি না করার কড়া নির্দেশনামা ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী মাস থেকে বিভিন্ন কারখানায় কত মাপের প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরি করা হচ্ছে, সে বিষয় নজরদারি চালানো হবে। রাজ্য সরকারের তরফে হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল লিমিটেড এবং আইভিএল ধানসিঁড়ি কেমিক্যাল ইন্ডাস্টিজ লিমিটেডকে ৭৫ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যাগের ডানা সরবরাহ না করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

শৌচাগারে মিউরিয়াটিক অ্যাসিড

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড গুলিতে পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে মশা-পোকামাকড় ইত্যাদি প্রতিরোধে রাস্তার পাশে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়। পুরসভার বস্তি দফতর রাস্তার পাশস্থিত 'পে অ্যান্ড ইউজ' শৌচাগারগুলি পরিষ্কার করতে ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল ব্যবহার করে থাকে। উত্তর কলকাতার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি মোহন কুমার গুপ্তর প্রস্তাব পুরসভার অন্তর্গত শৌচাগার গুলিতে এবং রাস্তার পাশেস্থিত ওপেন টয়লেট গুলি পরিষ্কার করার জন্য কলকাতা পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ পুর জঞ্জাল অপসারণ দফতরের পক্ষ থেকে 'মিউরিয়াটিক অ্যাসিড' ব্যবহার করা হোক।

এ প্রস্তাবের উত্তরে পুর বস্তি দফতর মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান, রাস্তার পাশেস্থিত 'পে অ্যান্ড ইউজ' ও ওপেন টয়লেটগুলি ফিনাইল ও ব্লিচিং পাউডার দিয়েই পরিষ্কার করা হয়। যদি দেখা যায় তাতে পরিষ্কার ঠিক মতো হচ্ছে না, তখন সেস্থলে 'মিউরিয়াটিক অ্যাসিড' দেওয়া সম্ভব হয় কী না সেটা দেখে নেওয়ার বিষয়ে মেয়র পারিষদ জানান। চেয়ারপার্সন মালা রায়ও মিউরিয়াটিক অ্যাসিডের ব্যবহার আগামী দিনে হবে কী না সে বিষয়ে পুর বস্তি দফতরের মেয়র পারিষদের কাছে জানতে চান।

ঘর রিপেয়ারিঙে পুর অনুমতি?

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়িঘর রিপেয়ারিঙের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন না করলে কলকাতা পুরসভার অনুমোদনের দরকার পড়ে না। ১১ জুন টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম কলকাতা পুরবাসীদের উদ্দেশ্যে একথা জানান। তিনি বলেন, আপনি যদি ঘরের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ করেন বা ঢালাই করেন তাহলে পুরসভার বিল্ডিং দফতরের অনুমোদন লাগে। বাড়ি সংস্কারে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার অনুমোদন লাগে না রুল-থ্রি' সাব রুল – টু'তে সেসব কিছু লেখা আছে। সিম্পিল রিপেয়ারিং যেখানে বাড়ির স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস হবে না। এক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভা কোনও পার্মিশন দেয় না। মহানাগরিক জানান, রুল-থি সাব – রুল টু' এটা কোনও পার্মিশন নয়। ওটা আপনাকে ইন-ফর্ম করা হচ্ছে, বাড়ির এই সব সংস্কারে কলকাতা পুরসভার পার্মিশন লাগে না। রঙ করা, পাস্টার করা, ফ্লোরিং করা, নাইজার করা এটাতে কলকাতা পুরসভার পার্মিশন লাগে না। যদি আপনি ছাদ ভেঙে নতুন করে ঢালাই করেন বা ঘর ভেঙে ঘরের সেভ চেঞ্জ করেন বা কাঠামোগত পরিবর্তন করলে কলকাতা পুরসভার অনুমোদন লাগে। মহানাগরিক বলেন, আমি নিজে পুর প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতা পুরসভার অন্যান্য পুরপ্রতিনিধিদের বলতে চাই, আপনারা মানুষের হয়ে কর্পোরেশনের তাগাদা করুন। আমরা যারা পুরপ্রতিনিধি আমাদের কোনও এক্সিকিউটিভ পাওয়ার নেই। আমরা কর্পোরেশনকে রেকমেন্ড করবো। কর্পোরেশনের নেতৃত্বে যে, অফিসাররা রয়েছেন তারা হচ্ছে এক্সিকিউশনের পাওয়ারে। আমরা হচ্ছি রেকমেন্ডিং অথরিটি। পলিসি মেকার। এবং 'ওয়াচ টপ অফ দি পিপল'। মানুষের হয়ে কর্পোরেশন লক্ষ্য রাখবে, যাতে মানুষের করের টাকা, মানুষের পরিষেবায় কোনও অসুবিধা হচ্ছে কী না। সেটার অধিকার পুরপ্রতিনিধিদের আছে। কলকাতার ৮৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বাপি নামে এক ব্যক্তি বাড়িতে রঙ করতে কলকাতা পুরসভার অনুমোদন লাগে কী না জানতে চাইলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বাড়িতে রঙ করতে কলকাতা পুরসভার অনুমোদন লাগে না। বাড়ির স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেসে কলকাতা পুরসভার অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে।

পার্কিং স্থলে ব্যবসা হলে ট্রেড লাইসেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার লাইসেন্স অফ এনলিস্টমেন্ট (ট্রেড লাইসেন্স) অন লাইন হয়ে যাওয়ায় তা নিয়ে নানান বেআইনি কাজ করছে ব্যবসায়ীরা। ফলে পুর কর্তৃপক্ষও এবার এরকম বেআইনি ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করতে উদ্যোগী হয়েছে। কলকাতা পুর এলাকার অধীনে এমন অনেক বহুতল বাড়ি রয়েছে, যেখানে কার পার্কিং – এর জন্য বরাদ্দ স্থান ব্যবসায়িক কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যেটা সম্পূর্ণ রূপে আইনবিরুদ্ধ এবং অকল্পনীয় ঘটনা, সেসব স্থানে আবার ব্যবসা করার জন্য ওই পার্কিং এরিয়ায় কলকাতা পুরসভাও ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করছে। ফলে ওইসব বহুতল বাড়ির বাসিন্দারা কার পার্কিং স্থলে তাদের গাড়ি রাখতে পারছেন না। তারা গাড়ি রাখছেন রাস্তায়। যেটা সম্পূর্ণরূপে আইনবিরুদ্ধ। উত্তর কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র পুর অধিবেশনে প্রস্তাব করেন, অবিলম্বে কলকাতা পুর এলাকার সেইসব বহুতল বাড়িগুলিকে চিহ্নিত করে, তাদের কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করা উচিত এবং ওইসব ব্যবসার অর্থাৎ বেআইনি ভাবে ওই কার পার্কিং লটে যারা ব্যবসা করছেন। সেলামি দিয়ে বা ভাড়া দিয়ে। তাদের সেসব ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা উচিত।

এই প্রস্তাবের উত্তরে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমাদের লাইসেন্স অফ এনালিস্টমেন্ট অন লাইনে হয়ে গেছে। ফলে আমরা এই ঘটনাগুলিকে কন্ট্রোল করতে পারছি না। কিন্তু এটা ঠিক যে কার পার্কিং এলাকায় বিজনেস, যদি তাদের চেঞ্জ অফ ইউস না করে, বিজনেস করে, তবে তা বেআইনি। এ বিষয়ে মহানাগরিক পুর সচিবকে নির্দেশ করেন, ট্রেড লাইসেন্স ফর্মের মধ্যেই একটা বিজনেস স্থলের বিবরণ দেওয়ার পয়েন্ট রাখার নির্দেশ দেন। কার পার্কিং এলাকায় যখন ট্রেড লাইসেন্সের অ্যাপ্লাই করছে। তখন কী বেসিসে করছে। আর যদি কনভারসন না হয়, তাহলে আমরা ট্রেড লাইসেন্স ক্যানসেল করতেই পারি বলে মহানাগরিক জানান। তবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। এবং যদি নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ থেকে থাকে তবে আইনত যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিশ্চিত ভাবে তা নিতে হবে।

লেন্স বার্তা

দীর্ঘ দিন ধরে ছাউনি হীন বাস স্ট্যান্ড, ধর্মতলায়। ছবি: অরুণ লোধ

অমল দুধওয়ালা, শহরের হাতে গোনা এক খাটালে।

সজোরে : শহরে বাড়ছে অপটু ড্রাইভার-এর সংখ্যা, বাড়ছে দুর্ঘটনাও।

এসপ্লানেড থেকে নিউটাউন যাওয়ার ট্রাম আস্ত একটা রেস্তরাঁ।

ছবি : অভিজিৎ কর

জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ও স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ৯৮ তম প্রয়াণ দিবসে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁকে পুষ্পস্তবক ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কলকাতা পুরসভার বর্তমান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

এখানে ওখানে

ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী

ফটোগ্রাফি চর্চার উদ্যোগে আয়োজিত ৩৭ জন বিশিষ্ট নবীন-প্রবীণ আলোক চিত্র শিল্পীর প্রায় একশ পঞ্চাশটি ছবির দ্বিতীয় বর্ষের প্রদর্শনীর আয়োজন হয় উত্তর কলকাতা নটী বিনোদিনী মেমোরিয়াল আর্ট গ্যালারি

স্টার থিয়েটার হলে। এতে টানা তিনদিন ধরে (১০-১২ জুন) নানা বিষয়ের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রধান আকর্ষণ যেমন স্ট্রিট ফটোগ্রাফি, ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি, জমিদার বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা আবার নদী, জঙ্গল, পাহাড়ে ট্রেকিং, কলকল শব্দে ঝরনা বয়ে চলেছে, সব কিছু নিয়ে গ্রামীণ মেলা, পশুপাখির ছবি ক্যামেরায় ধরা হয়েছে, তেমনি ধরা পড়েছে যন্ত্রণা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও। প্রথমদিন এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বর্ষীয়ান জার্নালিস্ট ও লেখক শংকরলাল ভট্টাচার্য। প্রদর্শনী ছাড়াও এখানে বৈঠকী আড্ডা ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ফটোগ্রাফি চর্চার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং এডিটর অরূপ সাঁধু জানিয়েছেন, স্থানীয় লোকজনদের এই বিপুল উৎসাহ আমাদের প্রেরণা জোগাল এই স্টার থিয়েটার হলে। বেলুড়ের নবীন প্রজন্মের শিল্পী দেবমাল্য চৌধুরী বলেন, প্রাচীন উত্তর কলকাতার বুকে আলোকচিত্র প্রদর্শনী জীবনের কাজ তুলে ধরতেই এমন অনেকগুলি অজানার ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছে এই উদ্যোগ। ভয়াবহ অতিমারী কোভিডের পরে এমন একটা আলোচিত্র প্রদর্শনী দেখে দর্শকরাও মুগ্ধ হয়েছে।

তথ্য : মলয় সুর,
ছবি : দেবমাল্য চৌধুরী

চৈতন্যদেবের রামকেলি মেলা

শুরু হল মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের আগমনের স্মরণে মালদার গৌড়ের রামকেলি মেলা। গত দু'বছর করোনা আবহে এই মেলা হয় নি। দেশ বিদেশ থেকেও নানা ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মেলায় আসেন, সাধু, সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবদের কাছে এটি একটি জাতীয় উৎসব। ১৫১৫ সালের ১৫ জুন, ৫০৮ বছর আগে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে মালদা জেলায় আসেন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও প্রধান মুনশি দবীর খাস এর ডাকে তিনি রামকেলি তে পদার্পণ করেন, পরে এরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তী কালে এরা দু'জন রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বৈষ্ণব ধর্মের বিখ্যাত ছয় গোস্বামীদের মধ্যে তিনজনই এই গ্রামের

মানুষ (রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামী)। রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের সেই পদার্পণের স্মরণে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে এক মহামেলার আয়োজন করা হয়, যা রামকেলির মেলা নামে পরিচিত। এটাই মালদা জেলার সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন মেলা। বর্তমানে একই সঙ্গে শ্রীশ্রী মদনমোহন জিউ-এর বার্ষিক উৎসবও পালিত হয়। পঞ্চরত্ন মন্দিরে মহা ধূমধামে মদনমোহন ও রাধারানির পুজো হয়। মদনমোহন মন্দির ছাড়াও বেশ কিছু স্থায়ী ও অস্থায়ী আখড়া ঘিরে জমে ওঠে পনেরো দিনের মেলা। সেখানে পূজার্চনার পাশাপাশি চব্বিশ প্রহর কীর্তনের আসর বসে, কোথাও বা বাউল। এই কীর্তন যেমন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন ভজনের মাধ্যম, তেমনি পদাবলি সাহিত্য ও কীর্তন বঙ্গে সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যশালী উপাদান। শহরে আজ ব্রাত্য হলেও গ্রামবাংলার সংস্কৃতিতে যাত্রাপালার সঙ্গে আজও টিকে আছে কীর্তন। আর কীর্তন এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। এসআরএমবি'র এর পক্ষ থেকে আমরা পৌঁছে গেছিলাম এই মেলাচলাকালিন দিন গুলোতে আগত দর্শনার্থীদের জন্য জল, শুকনো খাবার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা নিয়ে।

পিয়ালীকে সাহায্য

পৃথিবীর সর্বোচ্চ উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট ও লোৎসে পরপর দুটি আট হাজার শৃঙ্গ জয় করেন চন্দননগর কাঁটা পুকুরের বাসিন্দা পিয়ালী বসাক। রবিবার চন্দননগরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে এক অনুষ্ঠানে

জোড়া পর্বতজয়ী পিয়ালীর হাতে ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন সংগঠনের সম্পাদিকা স্বাতী শীল। এই আধ্যাত্মিক নিলয়ের পক্ষ থেকে পিয়ালীকে ফুলের তোড়া মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সংবর্ধিত করেন আহ্বায়ক সঞ্জয় ভট্টাচার্য (কাল্টুদা)। এদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে 'গায়ক রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেন। রবীন্দ্র-গবেষক প্রীতম সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায় পিয়ালী জোড়া দুর্গম তুষার আবৃত পর্বত শৃঙ্গ অভিযান জয় ছিয়ে নিয়ে আসা সম্পর্কে বলেন।

৬০০ বছরের পুজো

ভদ্রেশ্বর ধিতাড়া গ্রামে ৬০০ বছরের জাগ্রত পুরানো বারোয়ারি পুজো শুরু হয় জগন্নাথদেবের

স্নানযাত্রার সময়। ভদ্রেশ্বর বিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত এই গ্রামের মূল উৎসবই হল বারোয়ারি পুজো। এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবদেবীরা হলেন শিব, কালী, শীতলা দেবী। পাশেই সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। করোনা মহামারীর জন্য দু'বছর জাঁকজমক করে পুজো বন্ধ ছিল। তখন মায়ের ঘট পুজো হয়। এই পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছর মন্দির চত্বরে বিরাট মেলা বসে। স্থানীয় যুবক জগন্নাথ চল (জগা) জানিয়েছেন, এই পুজোর জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় লুপ্ত প্রায় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পুতুল নাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রার আসর বসে। এমন কী মানত করা পাঁঠা বলি হয়। পুজো উপলক্ষ্যে এই সময় এলাকার বাড়িতে দূরের আত্মীয়রা আসেন। এখানে বিশেষ পুজোর দিন বৃষ্টি হবেই। হাজার হাজার মানুষ মেতে ওঠেন উৎসবে।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

বুকের চিঁ চিঁ আওয়াজ

অনেক সময় সকালে ঘুম ভাঙলে বুকে একটা চিঁ চিঁ আওয়াজ শোনা যায়। এ অবস্থায় অনামিকা আঙুলকে বাঁকিয়ে হাতের চেটোয় চাপ দিয়ে ধরুন। বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে অনামিকার মাঝখানের অংশ দিয়ে চেপে ধরুন। এটা দুহাতেই একসাথে করতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক

হার্ট অ্যাটাক বাংলায় বলা হয় হৃদরোগ। এটা যখন তখন যে কোনও মানুষের শরীরে মারাত্মকভাবে হাজির হয়। চিকিৎসার বিন্দুমাত্র সময় পাওয়া যায় না অনেকক্ষেত্রে। রাস্তাঘাটে হঠাৎ আক্রমণের শিকার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ অবস্থায় কোথায় ডাক্তার আর কোথায় ওষুধের সন্ধান পাওয়া যাবে? এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে আকুপ্রেসার সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা।আকুপ্রেসারের ভাষায় ১৬ নম্বর বিন্দুতে চিকিৎসা চালাতে হবে। হার্ট থাকে বাঁদিকে। সেজন্য বাঁ হাতে কনিষ্ঠা আঙুল বরাবর কব্জির দিকে নেমে প্রায় সমান্তরাল যে দুটি রেখা রয়েছে তার প্রথমটি দিয়ে এগোলে যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে তার কাছাকাছিতে থাকে ৩৬ নম্বর বিন্দু। ওই বিন্দুতে চাপ পড়লে যে জায়গায় ব্যথা পাওয়া যাবে ওখানে আকুপ্রেসার অর্থাৎ চাপ দেওয়া আর ছাড়া করুন। মুহূর্তে চাঙ্গা হবে হার্ট। এ পদ্ধতি সম্প্রতি চর্চিত কে কে-র বেলায় করালে, কে কে যমের ঘর থেকে ফেরৎ আসতেন। ইতিপূর্বে এই লেখক খ্যাতনামা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিনায়ক দেবের সাথে টিভি সাক্ষাৎকারে আলোচনা করলে উনি সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিলেন।

সাদা দাগ

সূর্যের থেকে লাল রং জলে গুলে নিয়মিত খান। এর সাথে ফিটকারি সাদা দাগে জল দিয়ে ঘষতে থাকুন। ওই লাল জল নিয়মিত পান করলে প্রেসার কিন্তু কিছুটা বাড়বে। বাড়বে রাগ। এ জন্য সূর্যের থেকে সাদা রং গুলিয়ে সেই জলও পান করতে হবে হাতের অনাল গ্রন্থির উপর চিকিৎসা চালাতে হবে।

হাই প্রেসার

আজকাল প্রায় লোক হাই প্রেসার অর্থাৎ উচ্চ রক্ত চাপে ভোগেন। প্রেসার কমাতে হলে নিজ হাতের কনিষ্ঠা আঙুল কানের গর্তে ঢুকিয়ে চাপ দিন আর ছাড়ুন। কতবার করবেন তা আকুবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে করবেন। কারণ মাত্রা রেখে না করলে চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। প্রেসার মারাত্মক নেমে যাবে। এর সাথে অ্যাড্রিনালের বিন্দুতেও চাপ দিতে হবে মাত্রা রেখে। সহকারী পথ্য হিসাবে থোড়ের কাচা রস খাবেন।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

সরস্বতী নাট্যশালার নাট্যপ্রয়াস

কৃষ্ণচন্দ্র দে

মনরে তাই কহ যে ভাল মন্দ
যাহাই ঘটুক সত্যরে লহ সহজে

সরস্বতী নাট্যশালা প্রতি বছর এই রকম সমবেত নাট্য প্রয়াসের অবতারণা করেই থাকে। দলের কর্ণধার জয়েশল চুপচাপ বসে থাকার ছেলেই নয়। তার বিভিন্ন কর্মসূচি সারা বছর চলতেই থাকে। এই সমবেত নাট্য প্রয়াসে বিগত ১২ জুন ২০২২ তপন থিয়েটারে হাজির হয়েছিল মোট চারটি নাট্যদল। ১) যাদবপুর নাট্য ঐক্য ২) ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অর্গানাইজেশন ৩) সরস্বতী নাট্যশালা ৪) অয়ন নাট্য সংস্থা (বজবজ)।

প্রথম নাটক যাদবপুর নাট্য ঐক্য প্রযোজিত সুজন সাহা রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'সংবাদ শিরোনাম।' সংবাদ ব্যবসায়ীরা কিভাবে তাদের টিআরপি বৃদ্ধি করণের জন্য এক মিথ্যা ধর্ষণের সাজানো ঘটনা তৈরি করে সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করে চলে অনবরত।

কাল্পনিক ধর্ষিতার বাবাকে বহু টাকার প্রলোভন দিয়ে ধর্ষণের নাটক নির্মান করতে সাময়িক ভাবে সফল হয়। স্বাভাবিক ভাবেই লোকাল থানার উপর রাজনৈতিক মহল ও পুলিশের উপর মহলের চাপ তৈরি হয়। বস্তির সন্দেহ ভাজন এক যুবককে বলির পাঠা করা হয়। এই প্রেক্ষিতে সাংবাদিক সাহানা সান্যাল ও চিত্র গ্রাহক প্রতীক শর্মার সংঘাত শুরু হয়। একদিকে মানবিকতা ও সততা অন্যদিকে পেশাদারী মনোভাব ও অসততা। পরে প্রমাণিত হয় ধর্ষণ আদৌ হয়নি। গরিব ছেলেটি যাকে বলির পাঠা করা হয়েছিল সে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।

সংবাদ মাধ্যমের এই মিথ্যা খবরের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হয়। অভিনয়ে সাংবাদিক সাহানা সান্যালের ভূমিকায় পৌলমী দত্তকে একটু ওভার স্মার্ট লেগেছে। আরও একটু প্রফেশনাল হলে ভাল লাগতো। ক্যামেরা ম্যান প্রতীক শর্মার চরিত্রে প্রভাত সরকার বিবেক দর্শনে জর্জরিত অসহায় অবস্থার মানসিক যন্ত্রণা বিধুর চরিত্রটি ভালই ফুটিয়ে তুলেছেন।

অভিযুক্তের মা চরিত্রে বেবি সেন সংবেদনশীল অভিনয়ে মন কেড়ে নিয়েছেন। সুপ্রভাত ঘোষের সাব ইন্সপেক্টর চরিত্র মোটামুটি লেগেছে। ভিক্টিম গার্ল এর বাবার চরিত্রে অমিত কুণ্ডু মোটামুটি ভাল। সংখ্যালঘু নেতা জামাল এর চরিত্রে জয়েশ ল বেশ দৃপ্ত ও দৃঢ় ও সচেতন। ব্যবসায়ী পুত্র রাজবর্ধন এর ভূমিকায় বিতান রায় আশানুরূপ না হলেও কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। পরিশেষে

বিশেষ প্রতিবেদন

অফিসার ইনচার্জ এর ভূমিকায় নির্দেশক সুজন সাহা সপ্রতিভ ও সংযত অভিনয় করলেন। আর যারা অভিনয়ে ছিলেন সনৎ মাইতি ও সাহেব দে।

আলোক সম্পাতে বাবুল সরকার আবহ সন্দীপ মুখার্জী, মঞ্চ অজিত রায় ও রূপ সজ্জায় শম্ভু বারিক।

এরপর অভিনীত হয় ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অরগানাইজেশনএর নাটক 'মিরর' সম্পাদনায় রুমা সিংহ নির্দেশনায় ও অভিনয়ে আশিস সরদার। এটা একটা সাইকোলজিকাল ড্রামা। সাইকোলজিস্ট ডঃ ওথেলো ভালবাসে তার স্ত্রী প্রজ্ঞাকে কিন্তু সন্দেহ প্রবণ। তার ধারণা প্রজ্ঞার কলেজ ফ্রেন্ড ঋষভ তার সমস্ত কবিতা প্রজ্ঞাকে নিয়েই লেখা। স্ত্রী প্রজ্ঞাকে ঘিরে মানসিক দ্বৈরথে অস্থির এক যন্ত্রণার চক্রব্যূহে আটকে নিজেকে ও এক মনোরোগী করে তোলে। এদিকে সংযুক্তা তার প্রেমিক ঋষভ তার পেশেন্ট বিক্রমকে একটি রাজনৈতিক হত্যার সাথে জড়িয়ে দেয়। ডঃ ওথেলো বিষের পুরিয়া দেয় বিক্রমকে ঋষভের মদের পেয়ালায় মিশিয়ে দিতে। ঠিক তখনই এই পরিকল্পিত হত্যা দৃশ্যের আবছায়ায় এসে দাঁড়ায় শেক্সপিয়রের ওথেলো। মুখোমুখি দুই ওথেলোর ঘাত প্রতিঘাত আর অন্তর্দ্বন্দ্বে শত শত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মিরর।

অভিনয়ে যার কথা প্রথমেই বলতে হয় নির্দেশক আশিস সরদারের ডঃ ওথেলোর ভূমিকার চরিত্রায়ণ। দক্ষ অভিনেতা। তার অভিনয় নির্দেশক আশিস সরকারকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

ড্রাইভার বিশু ও মি ওথেলোর ভূমিকায় সুদাসসার হোসেন ছটু খুব ভালো বিশেষ করে ওথেলোর ভূমিকায়। বিক্রম চরিত্রে অনির্বান রায় মন্দ নয়। এবং প্রজ্ঞা চরিত্রে রুমা সিাহ অনেক পরিণত শিল্পী। ওর কয়েকটা ভাল কাজ দেখেছি। আলো বেশ যুতসই, আবহ আরও ভাল করার অবকাশ আছে। এরপর অভিনিত হয় সরস্বতী নাট্যশালা প্রযোজিত, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রচিত জয়েশ ল নির্দেশিত নাটক 'আঁধারের ধূপছায়া', কাহিনীর বিন্যাসে আমরা পাই মধ্যরাতে একটি পরিত্যক্ত ব্রিজে নীলাক্ত অপেক্ষা করছে মাফিয়া মুনিয়া ভাইয়ের জন্য। ঠিক সেই সময়ে এক মহিলা ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়। নীলাক্ত তাকে বাঁধা দেয় এবং বাঁচায়। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে হাজির হয়। নীলাক্ত তার বুদ্ধিমত্তায় নিজেকে এবং মেয়েটিকে আইনি ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা করে। শেষে মুনিয়া ভাই আসে। মেয়েটি অন্তরালে যায়। সমস্ত বেআইনি মাল মুনিয়া ভাইকে বুঝিয়ে নীলাক্ত এই কলঙ্কিত জীবন থেকে মুক্তি চায়। বহু বাক–বিতন্ডার পরে মুনিয়া ভাই নীলাক্তকে মুক্তি দেয়। ঐন্দ্রিলা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে হতবাক। অবশেষে সে জানায় কেন সে আত্মহত্যা করতে আসে। কন্যা সন্তান যাতে ঐন্দ্রিলা জন্ম দিতে না পারে ঐন্দ্রিলার স্বামী ও পরিবারের লোকজন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অ্যাবর্ট করায়। নীলাক্ত তাকে এই কন্যা ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে প্রেরণা দেয়। ঐন্দ্রিলা তা মেনে নেয়।

অভিনয়ে নীলাক্ত চরিত্রে জয়েশ অনবদ্য। ঐন্দ্রিলা ও বেশ ভালো। রকেটের ভূমিকায় আদিত্যও মানানসই। মুনিয়া ভাই চরিত্রে স্বল্প পরিসরে ব্রতীন বেশ ভালো। পুলিশ চরিত্রে দেবজিৎ ব্যানার্জী মোটামুটি কাজ চালিয়ে দিয়েছেন স্ক্রীপ্টে তার স্কোপ খুব কম। দেবজিৎ অনেক পরিণত শিল্পী। ওকে আরও দুরূহ চরিত্রে লাগানো যায়।

জয়েশকে বলবো একটা পরিত্যক্ত ব্রিজে বসার জন্য কোন বেদি বা ছক্কা থাকতে পারে না। তবে কোন পাথর বা গাছের গুড়ি জাতীয় কিছু থাকতে পারে।

শেষ নাটক অঙ্গন নাট্যসংস্থা প্রযোজিত সমরেশ মজুমদার রচিত সাত্যকি সরকার নির্দেশিত নাটক 'সংখ্যালঘু'।

রাজনৈতিক হত্যার নাটক সেই সঙ্গে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের নাটক। এ ধরনের নাটক স্কুল কলেজ হাটে মাঠে বাটে মাচান তলায় সব জায়গায় দেখানো উচিত। অপুর হত্যা প্রমাণ করে দিল রাজনীতি সমাজ পাল্টাতে পারে না। শুধুই আপোষ আর আপোষ। দলই শেষ কথা বলে মানুষ বা জনতা নয়। এটা এক অশনি সংকেত। অভিনয়ে সায়নী দাস, আরুষ দত্ত, সুপর্ণা ভট্টাচার্য, তাপস পাল, অসীম ভট্টাচার্য, সাত্যকি সরকার, শংকর চক্রবর্তী, অপর্ণা চরিত্রে মৌসুমী সরকার, অভিজিৎ শেঠ সকলে স্ক্রিপ্টের দাবি অনুযায়ী বেশ ভাল কাজের নমুন রাখলেন। সবশেষে পার্টির অ্যাকশন কমীর ভূমিকায় বলাই চরিত্রে দীপঙ্কর ঘোষ জীবন বোধ দিয়ে অভিনয় করে গেলেন এক কথায় অনবদ্য। ওকে ঠিক মতো ব্যবহার করলে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। নাটক শেষে দর্শকের মুখে হাসি দেখেই বোঝা গেল অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে।

চিরতরুণ তরুণকুমার

অভিমন্যু দাস : বুড়োদাকে কিন্তু একজন বড় অভিনেতা রূপে প্রচণ্ড ভয় পেতেন উত্তমকুমার স্বয়ং। কারণ বুড়োদা যে কোনও সময় অভিনয়ের এমন প্যাঁচ কষে দিতেন যা সামলানো কঠিন হয়ে যেত। উত্তমদা প্রায়ই বলতেন 'বুড়ো আমার ছোট ভাই, ওকে ছোটবেলায় কোলে নিয়ে মানুষ করেছি, কিন্তু ফ্লোরে সে আমার চরম শত্রু। কারণ আমার একটু অসর্তকতার সুযোগে সূক্ষ্ম অভিনয়ের প্যাঁচ চালিয়ে আমাকে তারিয়ে দিতে পারে, যা দেখে দর্শকরা বলবে তরুণকুমার আমার থেকেও বড় অভিনেতা। এটা কখনই মেনে নিতে পারবো না। তাই ওর বিরুদ্ধে অভিনয়ের সময় সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। চেহারাটা যদি ঠিক রাখতো তাহলে ও অতি সহজেই জহর গাঙ্গুলি, ছবি বিশ্বাসের মাপের অভিনেতাও হতে পারতো। মহানায়কের এই একটা কথা থেকেই বোঝা যায় তরুণকুমার কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন।'

শিল্পী তরুণকুমার একজন অসাধারণ অভিনেতা যেমন ঠিক কথা তেমনি মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন একজন আত্মভোলা সহজ সরল মানুষ। তাঁর মিষ্টি ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করেছিল। প্রচণ্ড খেতে ভালবাসতো। খাবারের ব্যাপারে কোনদিনই কোনও বাধা নিষেধ মেনে চলেন নি। এ বিষয়ে তাঁর দর্শন ছিল একটু ভিন্ন। মনে করতেন 'খাবারই সব কিছু, তাকে জীবন থেকে বাদ দেওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়।' তাই তো শরীর চর্চার প্রতি ছিল সম্পূর্ণ অনীহা। তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে কোনও কথাই বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিটি চরিত্র অত্যন্ত সহজ সরল সাবলীল ভাবে অভিনয় করেছেন। মনেই হবে না যে তিনি অভিনয় করছেন। মনে হবে চরিত্রটাই এই রকম। বিষয়টা কিন্তু খুব সহজ সরল ব্যাপার নয়। একজন অত্যন্ত দক্ষ পাওয়ার ফুল অভিনেতা না হলে তা সম্ভবপর হয় না। পর্দা ও মঞ্চে দুটি মাধ্যমেই তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে একই ভাবে অভিনয় করে গিয়েছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিটি চরিত্র প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। তাঁর মত এত পাওয়ারফুল অভিনেতা দুই মাধ্যমে খুব কমই এসেছে। তিনি প্রকৃতই ভার্সেটাইল অভিনেতা। জীবনে কখনোই কোনও চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হন নি। সফলতার দরজা তিনি বারেবার অতি সহজেই অতিক্রম করেছেন। তাই তো তিনি শিল্পরসিক, চলচ্চিত্র প্রেমী বাঙালির হৃদয়ে অন্যস্থান করতে সক্ষম হয়েছেন।

তরুণকুমার প্রসঙ্গে, এক ফিল্মী পার্টির ঘরোয়া আড্ডায় প্রবীণ পরিচালন সুজিত গুহর একটি মন্তব্য না লিখলে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর মতে সবসময় ছবিতে হিরোই সব নয়। পার্শ্ব অভিনেতার অভিনয় গুণেও যে ছবি চলতে পারে তরুণদার বহু ছবিতেই তার প্রকাশ পেয়েছে। একই অঙ্গে নানা বৈচিত্র্যময় অভিনয়ের দক্ষতা খুব কম অভিনেতারই থাকে। যা তরুণকুমারের মধ্যে ছিল একশো শতাংশ।

তরুণকুমারের নাটক দেখার সৌভাগ্য এই প্রতিবেদকের হয়নি। কিন্তু তাঁর অভিনীত অসংখ্য চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই মনে হয়েছে প্রতিটি চরিত্রই এতো স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে অভিনয় করেছেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি প্রকৃতই একজন উচ্চমানের অভিনেতা ছিলেন।

ক্রমশঃ

বুদ্ধদেবের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ মে টালিগঞ্জ বুদ্ধ মন্দির ৪৬ নম্বর মুর অ্যাভিনিউ কলকাতা ৭০০ ০৪০ উদ্যোগে ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। সকাল ৯টায় বুদ্ধ ধর্মীয় পতাকা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সহঃ মঠ অধ্যক্ষ বোধিজ্যোতি ভিক্ষু ও ডাঃ রণজিত প্রসাদ বড়ুয়া। বুদ্ধদেবের মূর্তিতে দুধ নারকেল দিয়ে স্নান করানো হয় ও বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় ও প্রার্থনা করা হয়। দুপুরে মঠের পক্ষ থেকে আগত সমস্ত ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়। তাছাড়া শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা অঞ্চলের বিভিন্ন পথ

পরিক্রমা করে। পরিশেষে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত করতে টালিগঞ্জ বুদ্ধ সমিতি সমস্ত কর্মকর্তারা ও সহ উপাধ্যক্ষ বোধিজ্যোতি ভিক্ষু অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

জ্যোতির্ময় (সমাজ সেবামূলক সংস্থা) আয়োজিত রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যায় অংশগ্রহণকারী কলা কুশলী ও সভ্যসভ্যারা।

কবিতা

জাগরণ
অর্চনা ঘোষ

অনেক রাতের ঘুম না আসা গল্পগুলো
কুড়িয়ে রাখা টুকরো টুকরো ইচ্ছে গুলো
লুকিয়ে রাখি কোণের ঘরে।
নোঙর বাঁধা, জোয়ার জলে শব্দ ওঠে
ভাসল বুঝি, অস্ফুটে আনন্দ ঠোঁটে
জাগর দু চোখ শয্যা পরে।
চাঁদ ভেসে যায় জানলা পাশে ঝাপটে ডানা
কষ্টকালের তরীটি, ঘাট ছাড়তে মানা
ছায়ায় ছায়ায় বিকেল ঝরে।
এই দু হাতে নামাই যত অসম্ভবে
তোমায় দিয়ে তুচ্ছ বাঁচে সগৌরবে
আলোর পথিক , তবুও সে যে দ্বিধায় মরে।
(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

ফেরার পথে
কাকলি চৌধুরী

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান
আধো গলায় যায় না শোনা পুরানো ছড়ার গান।
লেবুর পাথায় করমচা হারিয়ে গেছে কবে
ডিজিটাল এই মডার্ণ যুগে মডার্ণ হতেই হবে।
তেলের শিশি ভাঙলে পরে দেয় না কেউ বকা
বকার ও তো নেই যে সময়, আদর সে তো ফাঁকা।
ছোট্ট ঠোঁটে রিমিকম্ ফোটে, উধাও কোলা ব্যাঙ
ধ্যানের স্কুলে যেতেই হবে, রবে না টেনশন।
আধুনিকতার পোশাক পরে সাজের বাহার কত
মনের পাখি গুমরে মরে, পাখির গায়ে ক্ষত।
মনোরোগের শিকার যে হয় মা মেয়ে একসাথে
ঘুমের বড়ি মা তুলে দেয় মেয়ের ছোট্ট হাতে।
এসব দেখে শুধাই শুধু সময় রাণীর কাছে
পিছন পথে ফেরার উপায় তার কী জানা আছে ?
(শ্রীভূমি, কলকাতা – ৪৮)

বর্ষা এলো বর্ষা এলো
স্বপ্না বণিক

বর্ষা এলো, বর্ষা এলো, ঝরঝর ঝমঝম্
আর ভয় নেই, আর ভয় নেই,
মাঠ ঘাট সব জলে থই থই
খাল বিলে খেলে কই।
ভিজে রাতে যদি আসে,
ভূতের রাজা আমার পাশে
তুষ্ট হয়ে চাইতে বলে বর,
কি চাইব জানিনা মন্তর।

হে রাজা ভূত ! দাও মোরে বর
জয় যেন করি সবার অন্তর
গল্প কবিতায় মন ভরে থাক
দুঃখ আবিলতা দূরে যাক্।
(করুণাময়ী, কল- ৯১)

আসমানী চোখ
ভীম ঘোষ

শরীরের রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঐ দিকে,
ঐ দিকে মানে, নীচাল ভূমিতে।
কাদামাটি জল হোড় হচ্ছে অমানবিকতায়।
ভিজছে ছাতনাতলায় নববধূর শাড়ি,
লেপ্টে যাওয়া শাড়ি, অতি উল্লাসে,
মঞ্জরিত হচ্ছে সুস্বাদ গল্পে।
গল্পের দিগন্তে কথা, উড়ে যাচ্ছে বাতাসে।
বাতাস গরম হয়ে ফিরে আসছে আমার বিপরীতে।
ভেতরে খলখলিত হচ্ছে শব্দ ?
গোধূলি আলো ছুঁয়ে আছে মুক্ত আবেশে।
হৃদয় কমলে আগাম পূর্বভাষ,
আসমানী চোখ দুটি আলিঙ্গন করছে অনুপম
চেতনায়।
(শতল, কলসা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

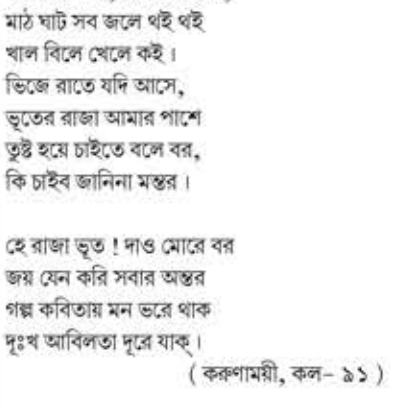

আহ্বান
অনিশ কোলে

আজি হতে শতবর্ষ পরে
তুমি দাঁড়ায়ে রবে ভারতভূমির তীরে
বক্ষে তোমার মুক্তির আগুন
জ্বলবে বারে বারে।
চক্ষে তোমার ওড়ার তৃষ্ণা
আকুল তোমার প্রাণ।
সমস্বরে চিতকার করে বলো
মোরা ভারত–সন্তান।
বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্র
ধন্য করেছেন এ মহাদেশ,
সব অপবাদ ঘোচাবো মোরা
ঘুচবে এবার বন্দী আবেশ।
একহাতে মোর মুক্ত অসি
আর হাতে রণ ভেরী,
এসো হে নবীন এসো হে প্রবীণ
মোদের সোনার ভারত গড়ি।

মেঘ
তপন কুমার দাস

মেঘের ভিতরে মেঘ
তার ভিতরেও মেঘ থাকে –
মেঘের ভিতরে মেঘ
মেঘ শাসায়
তোমাকে ও আমাকে।
(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

অশনি সংকেত
বিশ্বনাথ অধিকারী

সুনীল আকাশ ক্রমশঃ তীব্র লাল হয়ে যাচ্ছে,
হারিয়ে যাচ্ছে স্নিগ্ধতা, হয়ে পড়ছে কর্কশ রুক্ষ
মানুষের সবুজ মনের বনে, নাকি –
ধরেছে লোভ পোকা।
ফল ফলছে বিকৃত, শ্রীহীন ফুলও
অশনি বাতাস যাচ্ছে বয়ে বয়ে।
হারিয়ে যাচ্ছে অলিদের গুঞ্জরণ, তিতলির
সঞ্চরণ,
নেই শীতল বৃষ্টির পূর্বাভাষ
শুধু সংঘর্ষ মেঘে মেঘে
সব উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে শীতল পশ্চিমী ঝঞ্ঝায়।
(গড়ফা, কল- ৭৮)

বৃষ্টি পড়ে
কানাই লাল সাহু

মেঘের ঘন ঘটা, বিদ্যুত চমক
মহা উল্লাসে বাতাস নাচন।
ঝমঝম বৃষ্টি পড়ে, অঝোর ঝরে।
বৃক্ষলতা প্রাণের নেশায় উঠছে মেতে।
নদী খাল বিল বৃষ্টির সাগর
সবুজ পাতার সঞ্জীবনী সুধার কলস
মনে তপ্ত থাবা, ক্ষেপের আগুন জ্বলে
গঙ্গা ভাসে মনের গভীরে।
(দীনেশ পল্লী, কল- ৯৩)

ছোঁয়া
পার্থ সারথী সরকার

এত ছুঁয়ে যাও এত ছুঁয়ে যাও
দাওনাতো ছোঁয়া
তবে কেন যাও ছুঁয়ে
কেন দাও এত ব্যাথা
মরমী, তুমি কী হৃদয় দাও নাকি হৃদপিণ্ড
এত ছুঁয়ে যাও এত ছুঁয়ে যাও
তোমার ছোঁয়া বলে না তো কোন কথা।
(হরিদেবপুর, কল- ৮২)

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়
দেবযানী চক্রবর্তী

ফেসবুকে পরিচয়, দ্রুত ঘনিষ্ঠতা, প্রেম মন,
বিবাহের
আশ্বাসে গৃহত্যাগ করে অচেনায় ভেসে যাওয়া।
উপর্যুপরি দৈহিক সান্নিধ্য, ফল অন্তঃসত্বা।
বিবাহের প্রতিশ্রুতি উধাও।
বহু হাতবদল ও গণধর্ষণের শিকার।
পরিশেষে ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার, প্রিয়জনের
হাহাকার।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি, এবেরে পরাণ কান্দে।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল- ৪১)

হৃদয়ে কাঁটার খোঁচা
রণজিত কুমার সরকার

আমার ভালমন্দ দেখার পালা শেষ,
সন্তানের হাতে মা – বাবা খুন –
আহা বেশ বেশ, বৃদ্ধাশ্রম গড়ে দেশ।
যৌনদাসের উলঙ্গ নৃত্যের লক্ষ্যে
খুন হওয়া অভাগীর লাশের
নালিশ নিক্ষেপিত সমুদ্র বক্ষে।
প্রতিদিন হৃদয়ে কাটার খোঁচা
চাকুরে নেতা খান ল্যাংড়া আম,
শিক্ষিত বেকারেরা খায় চোষা।
(কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর)

বুনো পাখী
অভিক ভাণ্ডারী

ঝোপে ঝোপে ঘুরি আমি
আমার সাথে লুকোচুরি, মিছেই করো খেলা
তুমি বুঝি জানো না কি
সব সময়ে খবর রাখি সকাল সন্ধ্যেবেলা
চোখে আমায় দিতে ফাঁকি
চাওনা যতই বুনোপাখী মোটেও ভুলো না
আমি তোমার চলার পথে
খেয়াল রাখি রোজ প্রভাতে তাও কি জানো না।
(খোর্দ, কামার পোল, দঃ ২৪ পরগণা)

ফেরে না
স্বপন দত্ত

প্রাণপাখী চলে গেলে ধরে রাখতে পারবে না,
যতই হও বলবান, কথা তো শুনবে না।
খাঁচা আছে, পাখী গেছে, ফিরবে না খাঁচার কাছে।
সোনার খাঁচা রইল পড়ে, কোনদিন আসবে না ফিরে।
যতোই করো কান্নাকাটি, চলে গেলে ফেরে না,
পাখী যখন ছিল খাঁচায়, চিনতে তারে পারো না।
(আকুল সাঁড়া, সোনা পেত্যা, পশ্চিম মেদিনীপুর)

দহন জ্বালা
অশোকানন্দ

সীমাহীন দুর্নীতির দুর্গন্ধে ভরেছে, দেশটা
বসবাসের অযোগ্য
মিথ্যাটি যে বড়ই চকচকে সেখানে বহু লোক,
সত্যের পথে দু–একজন সাহসী, খুলতে জ্ঞানের
চোখ।
মেকির উজ্জ্বল চমকে কখনো তস্করের উদয় হয়
সত্য তখন পালিয়ে হয় গ্লানিময়।
ছলের প্রয়াস রুখতে মানুষ বোঝায় জীবনের
অনুদানে,
নীতিহীনতায় অস্বচ্ছতায়, পাল্টায় সততার মানে।
অশিক্ষিতরা কেউকেটা হয় অসঙ্গতির বৈভবে,
লোভী স্বার্থান্বেষী শিক্ষিত মানুষ চারপাশে শোভে।
(হালতু, কল- ৭৮)

আদর্শ
কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

নিম গাছের মাথা নত
তবু হয়না আদর্শচ্যুত
বৃক্ষ খ্যাত স্বদেশ বিদেশ
কারোর সাথে নেই বিদ্বেষ।
বৃক্ষ–কৃপায় জীব মুক্ত
তার বায়ুতে সবাই যুক্ত।
বৃক্ষ দেয় বিশুদ্ধ বায়ু,
তাতে প্রাণী দীর্ঘ আয়ু।
এটা বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ নীতি
তাই সবার বৃক্ষ প্রীতি
এতে বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ খ্যাত
কিছুতে বৃক্ষ হয়না পরাজিত।
(বড়িষা, কলকাতা–৮)

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

কাতারে কেরামতি কার?

অরিঞ্জয় মিত্র

বিশ্বকাপের কয়েক মাস আগে দাঁড়িয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের যে ভরাডুবি হল উয়েফা নেশন কাপে তাতে করে কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে আগ্রহের পরিসীমা আরও বেড়ে গেল। মোটের ওপর এটা পরিস্কার এই বিশ্বকাপের আসরে তথাকথিত ফেভারিট কেউ নয়। যে কেউ এসে কেল্লা ফতে করে দিতে পারে। আর সেই তালিকায় সদ্য ফ্রান্স-বধকারী ক্রোয়েশিয়ার নামও যথেষ্ট উজ্জ্বল। তাছাড়া গতবারের রাশিয়া বিশ্বকাপের রানার্স আপও বটে। এই ফ্রান্সের কাছেই ২-৪ হারতে হয়েছিল ক্রোয়েশিয়াকে। সেদিক থেকে ফ্রান্সকে হারানো মধুর প্রতিশোধও।

ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে নেশনস লিগ থেকে ছিটকে যাওয়াই শুধু নয়। আগামী বছরেও এই নেশনস লিগের মূলপর্বে জায়গা মিলবে না ফ্রান্সের। ভাবা যায় নি, ফেবারিটদের এই ইন্দ্রপতন এত তাড়াতাড়ি ত্বরান্বিত হবে। দিদিয়ের দেশ-এর দল যে এভাবে ক্রোয়েশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তা বোধহয় কট্টর ক্রোয়েশিয়ান সমর্থকের স্বপ্নেও ধরা দেয় নি। করিম বেঞ্জেমা, এমবাপে, ক্রিস্টোফার এনকুনকুর মতো গোলমেশিনের উপস্থিতি সত্ত্বেও ০-১ গোলের ব্যবধান কমাতে কেন ব্যর্থ হল তা নিয়েও ফরাসী গণমাধ্যম রীতিমতো সরব। তারা তুলোধনা করছে নীল জার্সিধারীদের। এও লেখা হচ্ছে এই হতশ্রী পারফরমেন্স নিয়ে বিশ্বকাপের মতো আসরে কতটা সফল হওয়া যাবে তা নিয়ে। যদিও ফরাসী কোচ দিদিয়ের দেশ জানাতে ভুলছেন না, বিশ্বকাপের আসরে পুরনো ফ্রান্সকেই দেখা যাবে।

একটা মাত্র চান্স। তা পেনাল্টিতে হলেও গোল করতে ভুল করেন নি ক্রোয়েশিয়ান বুলডোজার লুই মদ্রীচ। ফ্রান্সকে হারাবার পর বিশ্বকাপ নিয়ে যথেষ্টই আশাবাদী ক্রোয়েশিয়া। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরের নিরিখে দেখলে ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে ইউরোপীয় কাউন্টার প্যাড হিসেবে উঠে এসেছে ক্রোয়েশিয়াও। সেদিক থেকে লাতিন জোন থেকে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার পর কাউকে সেভাবে উঠে আসতে দেখা যায় নি। এখনও পর্যন্ত খবর অনুযায়ী কাতার বিশ্বকাপে গতবারের হোস্ট রাশিয়ার জায়গা হচ্ছে না। যদিও সেইঅর্থে কুলীন দেশগুলির মধ্যে পড়ে না রাশিয়া। বরং ২০১৮-র রুশ বিশ্বকাপে ইতালি বা হল্যান্ডের না থাকাটা ছিল বিরাট বড় অনুপস্থিতি। এবারে যদিও যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ চলছে। তাও তামাম ফুটবল ভক্তদের আশা মোটের ওপর বড় দলগুলি যেন অবশ্যই যোগ্যতা অর্জন করতে সফল হয়। শেষপর্যন্ত জানা যাচ্ছে ইতালি ও হল্যান্ড কাতারের টিকিট পেতে সক্ষম হচ্ছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সব তারকাখচিত ফেভারিট দেশই কাতারে পা রাখতে চলেছে। যা শুধু কাতার বলে নয় পুরো এশিয়ান ফুটবলের জন্য বড় বিজ্ঞাপন।

লাতিন আমেরিকান ফুটবলের ভক্ত এদেশের একটা বড় অংশের মানুষ। বিশেষ করে ব্রাজিলের অনুগামী প্রচুর। তবে মারাদোনার পর থেকে আর্জেন্টিনা সমর্থকও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। লাতিন ঘরানার পূজারি দেশবাসী এবার অন্তত ইউরোপিয়ান চেইন ভাঙতে চাইছেন। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি বলছে এবারেও বিশ্বকাপের দাবিদার কোনও ইউরোপিয়ান দেশ। পালাবদল ঘটিয়ে বিশ্বকাপে দাপট দেখাবে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো? সেদিকে পাখির চোখ সকলের। এইসব প্রশ্ন নিয়েই এখন সোচ্চার গোটা ফুটবল দুনিয়া।

এতদিন হত কি বিশ্বকাপে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার অধিকার প্রায় সমানুপাতিক ছিল।

সে জায়গাতেই থাবা বসিয়েছে ইউরোপ। আর ইউরোপিয়ানদের এই কর্তৃত্ব চলছে প্রায় একযুগ ধরে। গত ৪টি বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে ইউরোপের চারটি দেশ। এদের মধ্যে ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও জার্মানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবার জার্মানি সবথেকে শক্তিধর দেশ হিসেবে গণ্য হয়। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে টক্কর দিয়ে জার্মানি ৪ বার জিতে নিয়েছে বিশ্বকাপ। পিছিয়ে নেই রক্ষণাত্মক ফুটবলের জন্য বিখ্যাত ইতালি। তারাও জার্মানির সমান ৪ বার জিতেছে বিশ্বকাপ।

হালফিলে অবশ্য ইউরোপে অনেকটাই দাপট দেখাতে দেখা গিয়েছে ফ্রান্সকে। ফ্রান্সের সামনে জার্মানিও যেন অনেকটা ম্রিয়মান। সেই ফরাসী দল নেশনস কাপে এভাবে ক্রোয়েশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। এই নেশনস কাপেই এখনও পর্যন্ত টানা জিতে আসা ডেনমার্ক হয়ে উঠতে পারে কাতার বিশ্বকাপের ডার্ক হর্স।

লাতিন আমেরিকার অপর শক্তিশালী দেশ আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ ঘরে এনেছে ২ বার। শেষবার মারাদোনার এক ও অদ্বিতীয়ম কামালে কিস্তি মাত করেছে আর্জেন্টাইনরা। তাও সে ১৯৮৬ সালে। ফুটবলে মারাদোনার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে যাকে ধরা হয় সেই লিওনেল মেসি অবশ্য এখনও দেশকে বিশ্বকাপ দিতে পারেননি। ২০১৪-র ফাইনালে অসাধারণ খেলেও জার্মানির কাছে ০-১ হার থামিয়ে দিয়েছে মেসির সেই স্বপ্নকে। সেসব ঝেড়ে ফেলে রুশ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছিলেন লিওনেল। সেখানেও ব্যর্থতাই সঙ্গী হয়েছে মেসির। লিওনেল অবশ্য এই লড়াইকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছেন দেশে। সতীর্থদের সঙ্গে গা ঘামানোর পাশাপাশি শেষ মুহূর্তের ছক কষে নেওয়াও চলছে জোরকদমে।

আর্জেনটিনার কাছে বিশেষ করে মেসির কাছে যেমন চ্যালেঞ্জ কাতার বিশ্বকাপ তেমনই লাতিন আমেরিকার অন্যতম ফুটবল দৈত্য ব্রাজিলের কাছেও মরণপণ সংগ্রাম হতে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। ১৪ তে জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়ার কষ্ট এখনও কুরে কুরে খায় আম ব্রাজিলিয়ানদের। অবশ্য সেই ব্রাজিল আর এখনকার ব্রাজিল মোটেই এক নয়। বরং বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম সারিতে থেকে ব্রাজিল বুঝিয়ে দিয়েছে তারা এবার একেবারেই অন্যরকম। যারা বিশ্বকাপ জেতা ছাড়া আর কিছু ভাবছেই না। মেসির কাছে যেমন আর্জেন্টিনাকে কাপ দেওয়া মূল লক্ষ্য তেমনই ভাবনায় মজে আছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। এদের মাঝে একবার করে বিশ্বকাপ জেতা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। জার্মানি নাম যে দেশের তারা যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরণকামড় দিতে তৈরি থাকবে এটা না বললেও গোটা দুনিয়া জানে। এদের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো কতটা জুঝতে পারে সেটাও এবার দেখার।

পৃথিবীর ফুটবল বোদ্ধারা সাধারণত দুভাগে আড়াআড়ি বিভক্ত। এই ধারাটা আমরা যবে থেকে ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তবে থেকেই শিখেছি। একদল যখন ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মতো লাতিন আমেরিকাভুক্ত দেশের ফুটবল স্কিলে মুগ্ধ, অপরপক্ষ তখন জার্মান-ইতালি-ফ্রান্সের পাওয়ার ফুটবলে রীতিমতো মজে। এমনকি ফুটবল বিশ্বকাপের সময় এই সমর্থন আর আবেগটা সাঙ্ঘাতিক জায়গায় পৌঁছে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেবুড়োরা এসব নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু করে যে বলার নয়। কোথাও হয়তো দেখা গেল বিরাটাকার হলুদ-সবুজ পতাকা ঝুলছে ব্রাজিলের। আবার কোন গলিতে দেখা যাচ্ছে আকাশী নীল-সাদা আর্জেন্টিয়ান জার্সি। এভাবে কলকাতা সহ গোটা ভারত তথা ফুটবল বিশ্ব মেতে ওঠে। লাতিন আমেরিকার সমর্থক হয়তো একটু বেশি পাওয়া যায় কলকাতায়। তবে হালফিলে সিটি অফ জয় তেও পাওয়ার ফুটবলের বাদশাহ ইউরোপীয় দেশের পতাকাও ঝুলছে। এদের মধ্যে সমর্থনের নিরিখে শীর্ষে জার্মানি। পরে পরেই রয়েছে স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের মতো দেশের প্রতি সমর্থকদের ভাবাবেগ।

এইভাবে যারা ফুটবল দুনিয়ার নক্ষত্রদের নিয়ে মাতামাতি করতে পারেন তাদের জন্য ফুটবল মহোৎসবের আয়োজন হয়। চারবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নিয়ম মেনেই হয়ে থাকে ইউরোপিয়ান কাপ। তার পিছু নেয় কোপা আমেরিকা কাপ। এমন মওকা কেউ ছাড়ে। বাংলা তথা তামাম দুনিয়ার ফুটবলপ্রেমীরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠেন। দেখা যায় রাত জেগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ শেষ করেই ভোরের প্রথম চা খেতে খেতে আরেক রক্তখচিত দলের খেলা দেখতে বসে যান বাঙালি। ফুটবল টাইমিংটাই যে এরকম হয়।

হটলিস্টে থাকা দলগুলির মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল, জার্মানি, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জোরদার টক্কর নেওয়ার জন্য আসরে রয়েছে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, গ্রিস, ডেনমার্কের মতো দেশ। কলকাতা বরাবর ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত। বর্ষীয়ান হলেও পেলের লাইভ ম্যাচ দেখা কলকাতা কিন্তু মারাদোনার কোনও ম্যাচ এই শহরে দেখতে পাননি। তাও মারাদোনাকে হাতের কাছে পেয়ে সেই কষ্ট সুদে আসলে মিটিয়ে নিয়েছে কলকাতা। এছাড়াও বোম্বে-সহ বহু নামিদামি বিদেশি ক্লাব টিম এখানে খেলে গিয়েছে। আরও এক মেগা ফুটবল ইভেন্ট কলকাতায় বসেছিল নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে ১৯৮৪ সালে। সেই বছর দুনিয়ার 'এক সে এক' তারকা ফুটবলার হাজির হয়েছিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তখন অবশ্য যুবভারতী তথা সল্টলেকে ফুটবল ম্যাচ হওয়ার চল ছিল না। আজ যেটা শহরের সবথেকে বড় ক্রিকেট গ্রাউন্ড সেই ইডেন গার্ডেন্সে বসত ফুটবলের হাট। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যাঁরা কলকাতায় খেলে গিয়েছেন পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই স্টার। এদের মধ্যে ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দলের বুরুচাগা, ভালদানো, ব্রাউন, গোলকিপার পম্পিদো তো ছিলেনই। মারাদোনার নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোও ছিলেন সেই সফরে। সেই আর্জেন্টাইন ব্রিগেডে আরও এক তারকা ছিলেন যাকে তখনকার জমানায় মারাদোনার সঙ্গে তুলনা করা হত। সোনালী চুলের অধিকারী গারেকা কিন্তু ফুটবল মানচিত্র থেকে প্রায় মুছেই যান পরবর্তীকালে। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যুগোস্লাভ কোচ চিরিচ মিলোভানের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দলও ছিল প্রখর শক্তিশালী। শক্তিশালী আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ের মতো দলগুলির বিরুদ্ধে যে ম্যাচ উপহার দিয়েছিল ভারত তা আজও আলোচনাযোগ্য। ভাস্কর, মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রসূন, প্রশান্ত, মানস, বিশ্বজিৎ, কৃষেন্দু, অলোকরা তখন সমানে সমানে লড়ে গিয়েছিলেন এই দলগুলির বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে জোর টক্কর দিয়ে ১-১ ড্র করেছিল মিলোভানের ভারত। আর্জেন্টিনার ১১ নম্বর বুরুচাগার সঙ্গে জার্সি বদল করেছিলেন ভারতীয় ১১ নম্বর জার্সিধারী বিদেশ বসু। তৎকালীন উরুগুয়ে টিমও ছিল বেজায় শক্তিশালী। বিশ্বকাপার রামোস, ফ্রান্সিসকোলি, রডরিগেজরা সেবার কলকাতার ফুটবলকে রীতিমতো মাতিয়ে তুলেছিলেন। হাঙ্গেরির দুর্ধর্ষ ফ্রিকিক টেকার লাজলো কিসের খেলা এখনও মনে আছে বহু ফুটবল ভক্তের। দক্ষিণ কোরিয়ান জুং বং পার্কও কম যান নি কোনও অংশে। তবে ৫০-৬০ কিংবা সত্তরের দশকের পর আরও একবার ভারতীয় ফুটবলকে মাইলেজ দিয়েছিল নেহরু গোল্ড কাপ-১৯৮৪। এভাবেই কবে যে সাবালক হয়ে উঠেছে কলকাতা ফুটবল তা নিজেরাই বুঝতে পারে নি।

১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে আধুনিক খেলার মাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মাতলা-১ অঞ্চলের বিদ্যাধরী পাড়া গ্রামে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে আধুনিক খেলাধূলার মাঠ এলাকার খেলাধূলার মান উন্নয়নে। এমন কি মাতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষজন। মাতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হরেণ ঘোড়ুই এবং উপ প্রধান প্রদীপ দাস উদ্যোগ নেয় এলাকার পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার মান উন্নয়নের আধুনিক মানের মাঠ তৈরি করার।

ফলে আগামী দিনে এখানে ফুটবল থেকে শুরু করে খোখো, ক্রিকেট, দৌড় সহ বিভিন্ন খেলাধূলা করতে পারবে এলাকার ছেলে মেয়েরা। ফলে আগামী দিনে এখানকার ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন খেলাধূলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে জেলা থেকে শুরু করে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। মাঠের চারপাশে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ২৪ ঘন্টা খেলাধূলা করার সুযোগ থাকছে এই আধুনিক মাঠে। এ বিষয়ে মাতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান প্রদীপ দাস বলেন, প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে বিদ্যাধরী পাড়া আধুনিক খেলার মাঠ। ফলে এলাকার পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েরা খেলাধূলার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে। মাঠে থাকছে আলোর ব্যবস্থা। ফলে ২৪ ঘন্টা খেলাধূলা করতে পারবে।

পর্বত অভিযানে মগ্ন দুই বন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি : তেনজিং নোরগে, এডমন্ড হিলারি, বচেন্দ্রি পল, পিয়ালী বসাকদের দেখানো পথ ধরে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ জয়ের স্বপ্নকে বুকের ভিতরে সযত্নে লালন-পালন করে চলেছেন বর্ধমানের দুই বন্ধু। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ছোঁয়ার সেই স্বপ্নিল লক্ষ্যে পৌঁছতে চার বছর ধরে লাগাতার ধারাবাহিক পর্বত অভিযানে মগ্ন রয়েছেন বর্ধমান শহরের ছোটনীলপুর শাঁখারিপুকুর এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং অর্কজ্যোতি চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক এই দুই বন্ধু সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর প্রাথমিক সদস্য। উচ্চশিক্ষিত দুই যুবকের বয়সের মধ্যে বছর তিনেকের ব্যবধান থাকলেও তাঁরা কার্যত অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সপ্তাহ খানেক আগেই তাঁরা হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত 'বুরান পাস' অতিক্রম করতে সমর্থ হলেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫ হাজার ফুট উচ্চতায় হিমালয় পর্বতমালার বুকে বরফে ঢাকা 'বুরান পাস' হিমাচল প্রদেশের সিমলা জেলা এবং কিন্নর জেলাকে যুক্ত করেছে। হিমশীতল পরিস্থিতিতে প্রতি মুহূর্তে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সহ নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বুরান পাসে পৌঁছে তাঁরা ভারতের জাতীয় পতাকার পাশাপাশি সিপিএম এবং ডিওয়াইএফআই-এর পতাকাও মেলে ধরেন। এবারের এই অভিযানে তাঁরা প্রায় ৪৮ কিমি ট্রেকিং করেছিলেন। বছর তিরিশের প্রসেনজিত মুখোপাধ্যায় এ পর্যন্ত চারটি পাস অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে, তাঁর থেকে বয়সে ছোট হলেও অর্কজ্যোতি চক্রবর্তী কিন্তু ইতিমধ্যেই আটটি পাস সফলভাবে অতিক্রম করতে পেরেছেন। এই ধারাবাহিক পর্বত অভিযানের মাধ্যমে দুই বন্ধু একদিন হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করে বর্ধমানবাসীকে চমকে দিতে চান। প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং অর্কজ্যোতি চক্রবর্তী দু'জনই বি-টেক ইঞ্জিনিয়ার। তাঁদের মগজে বেশিরভাগ সময়ই বিজ্ঞানের নানাদিক নিয়ে পর্যালোচনা চলতে থাকলেও পর্বতশৃঙ্গ জয়ের নেশাটা

যেন প্রতিমুহূর্তে চাগাড় দিয়ে চলেছে। তবে, সেই চাগাড়ের রসদ জোগাড় করাটা যে কতটা দুরূহ তা পদে পদে বেশ মালুম বোধ করতে পারছেন বন্ধুরা। আর সেই বুঝেই তাঁরা বিপদসংকুল পাহাড়ি পথের নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য হিমালয় পর্বতমালার বিভিন্ন পাসে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। হিমালয়ের বুকে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এইসব পাস অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে তাঁরা ৮৮৪৯ মিটার উচ্চতার এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে পরিকল্পনা রচনা করতে চান। এবারের 'বুরান পাস' অতিক্রমকালে তাঁদের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সহ অক্সিজেন লিমিট সংক্রান্ত অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা যতটা লাভ হয়েছে তা নিঃসন্দেহে এভারেস্ট জয়ের লক্ষ্যে খুবই কার্যকর হবে বলে প্রসেনজিৎ জানিয়েছেন। তাঁর কথামতো হিমালয় পর্বতমালার কোলে অবস্থিত বিভিন্ন পাসের ক্ষেত্রে আবহাওয়া সহ প্রকৃতির রকমফের বৈচিত্র ও প্রতিকূলতা রয়েছে। যেগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করা একজন পর্বতারোহীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ক্রমশ এবং ধারাবাহিকভাবে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর সেগুলিকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়। বর্ধমানের এই দুই বন্ধু সেই পরিকল্পনা মাফিক ধীরে ধীরে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। প্রসেনজিতের বাবা প্রদীপ মুখোপাধ্যায় এই দুই বন্ধুর পর্বত অভিযানের নেশাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, একাগ্রতা থাকলে ওরা সব বাধা অতিক্রম করে একসময় ঠিকই স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। এদিকে, দুই যুবকের লক্ষ্য পূরণার্থে সর্বদা উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা ডিওয়াইএফআই। যুব সংগঠনের জেলা সভাপতি অমিতকুমার মণ্ডল বলেন, আমাদের সংগঠনের দুই সদস্য যে স্থির লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে আমরা তাতে অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রসেনজিৎ এবং অর্কজ্যোতি একদিন এভারেস্ট জয় করতে পারবেই। প্রসেনজিৎ বলেন, আমরা কোনও কিছুতেই হার মানব না। এই ইচ্ছাশক্তিকে ভর করেই আমরা এগিয়ে যেতে শিখেছি এবং একদিন জয় আমাদের হবেই।

জনতার উচ্ছ্বাসে ভেসে ফিরলেন পিয়ালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গম পাহাড়ি অভিযানের পর দুঃসহ স্থলপথ অভিযান। কাঠমাণ্ডু থেকে চন্দননগর প্রায় ৫৬ ঘন্টা বাসে করে নিজের শহরে ফিরলেন এভারেস্ট জয়ী পিয়ালি বসাক। নিজের শহরে ফিরে ভেসে গেলেন এবং সংবর্ধনার জোয়ারে তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাস এতটাই ছিল যে, দশ মিনিটের পথ পার হতে সময় লাগল একঘন্টারও বেশি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের একবার ছুঁয়ে দেখার উৎসাহ যেমন দেখা যায়, এদিন চন্দননগরেও ছিল সেই একই উন্মাদনা। কেউ সেলফি তুলতে চেয়েছেন, আবার ভিড় থেকে উড়ে এসেছে ফুল। পাল পাড়া মেন রোড থেকে কাঁটাপুকুরের বাড়ি যাওয়ার রাস্তার দুধারে অগণিত মহিলা পুরুষের ভিড়। থেকে থেকে বেজেছে শাঁখ, চলেছে উলুধ্বনি। বাড়িতে ঢুকে মায়ের কোলে মুখ গোঁজেন শক্ত সমর্থ পাহাড় কন্যা। মা মেয়ের চেখে তখন জল। পিয়ালি জানালেন, এভারেস্ট

ও লোৎসে শৃঙ্গ জয় উৎসর্গ করলাম প্রয়াত দুই শিক্ষক সাঙ্গে শেরপা ও মহম্মদ ইউসুফকে। এবং অবশ্যই যাঁরা আমায় অর্থ সাহায্য করেছেন। তবে তার মনে একটু খচখচানি থেকে গিয়েছে বিনা অক্সিজেনে এভারেস্ট শীর্ষ জয় করতে না পারার জন্য। আত্মবিশ্বাসী পিয়ালি বলেন, আমার জীবনের লক্ষ্যই হল বিনা অক্সিজেনে এভারেস্ট শীর্ষে আরোহন। তাই সে আগামী দিনে সব অভিযানেই যাবে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া। কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ইংরাজী) বিভাগ স্কুলের শিক্ষিকা পিয়ালি। চন্দননগরের বাড়িতে ফিরেই প্রথমে বাবা তপন বসাকের সঙ্গে দেখা করেন।

অসুস্থ ও নির্বাক পিতা আকারে ইঙ্গিতে তার ভালবাসার কথা জানিয়ে মেয়েকে আদর করেন। এভারেস্ট ও লোৎসে জয়ের পরও আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। এখনও টাকা মেটানো যায়নি পর্বতারোহন আয়োজক সংস্থার। তাই সামান্য অক্সিজেন নিয়ে এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহনের সার্টিফিকেট স্বীকৃতি মিললেও, লোৎসে শংসাপত্র এখনও পাননি। আয়োজক সংস্থা চুক্তি পত্রে সই করিয়ে নিয়েছে। আগামী ২০ জুনের মধ্যে দিতে হবে বাকি ৮ লাখ টাকা। তার টাকার বিষয়টি মিটিয়ে ফেলাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তারপর আবার অন্নপূর্ণা জয় করার লক্ষ্য।

দ্রুত এ নিয়ে প্রস্তুত হবেন। বর্ধমান থেকে পিয়ালিকে চন্দননগরে নিয়ে আসেন ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মোহিত নন্দী। একটি ভিন্টেজ গাড়িতে করে পিয়ালিকে তোলা হয়। সেই গাড়ি বাড়ির পথে রওনা দেয়। মোহিত বাবু বলেন, চন্দননগরের মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ে ছেন, আমাদের ঘরে মেয়ে। শনিবার ১১ জুন বিকেলেই কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রেস মিটের আয়োজন করেন সিনিয়র মাউন্টেন লাভার্স ফোরাম ও কাঁচড়াপাড়া সহযাত্রী ফাউন্ডেশন। পিয়ালিকে প্রেস ক্লাবের তরফে সংবর্ধনা দেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ অরিজিৎ দত্ত, সহ সচিব নিতাই মালাকার, পর্বতারোহী ও বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলক মিত্র, ডক্টর গৌতম গাঙ্গুলী, রোটারি ক্লাবের তাপস সাহা প্রমুখ। পিয়ালির কথা অনুযায়ী, লোৎসে শৃঙ্গ আরোহনের পর, তিনি নামা শুরু করেন প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্য দিয়ে। তাপমাত্রা মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রির কম। সানগ্লাসের ওপর পড়া তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে যাচ্ছে। সামনের দৃষ্টি অস্পষ্ট। হাবুডুবু খেতে খেতে এগিয়ে চলা।

একবার ফাটলের খাঁজে পড়েও বেঁচে গিয়েছেন ফিক্সড রোপের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে।

২৩ মে থেকে টানা চারদিন তুষার ঝড়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় অভিযান সফল। প্রতি পদে পদে মৃত্যু নিয়ে পাহাড় জয় করলেন পিয়ালি।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের কাউন্টডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৪ মে থেকে আলিপুর বারুইপুর এবং ক্যানিং সাব ডিভিশনে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে যোগা মহোৎসব কর্মসূচি চলছে। ইতিমধ্যেই বজবজ, বিষ্ণুপুরে দুটি যোগা মহোৎসব হয়েছে। যোগা মহোৎসবের কাউন্টডাউন কর্মসূচি হবে বারুইপুর সাব ডিভিশনের ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের নওরা নারায়ণী সংঘে আগামী ২০ জুন সকাল সাড়ে দশটায়। কাউন্টডাউন কর্মসূচি এবং আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদ্‌যাপন সফল করতে নেহেরু যুবকেন্দ্র সংগঠনের স্টেট ডিরেক্টর (ওয়েস্টবেঙ্গল জোন) নন্দিতা ভট্টাচার্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজে ২০ জুন নওরা নারায়ণী সংঘে উপস্থিত থাকবেন। সংগঠনের সম্পাদক দীপক সেনগুপ্ত সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর জানালেন, কাউন্টডাউন

কর্মসূচির পরের দিন অর্থাৎ আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বাওয়ালী কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের প্রাঙ্গণে। যেখানে ২৫০ জন মানুষ যোগা করবেন। সেই সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন বজবজের বিধায়াক অশোক দেব সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা। যোগগুরু যোগের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষদের সচেতন করে যোগার প্রশিক্ষণ দেবেন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রিজিওনাল ডিরেক্টর এনএসএস বিনয়কুমার। সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায় জানালেন, ওইদিন সকাল সাড়ে নটায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষজনও উপস্থিত থাকবেন। যোগার পাশাপাশি ছোট্ট মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানও থাকবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com